জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglaDigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রেসিডেন্সিতে খুন

প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে এবার খুন। মাদক মামলায় অভিযুক্ত মহম্মদ আলি নামে এক অভিযুক্তর রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায়। কে বা কারা তাকে খুন করল, তা অজানা। রাজ্যে এখন জেলেও খুন হচ্ছে



শীতের আমেজ

রাতের তাপমাত্রা আরও কমবে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শুষ্ক, শীতল আবহাওয়া। আগামী দু-তিন দিনে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। উত্তরের জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট।

আজ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারের ফল প্রকাশ



সিকিম যেতে নয়া প্রবেশ মূল্য চালু করল সরকার



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৭৩ • ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ • ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 173 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 27 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

গণতন্ত্রকে পদদলিত করে কেন্দ্র নিয়ে আসছে ডিলিমিটেশন বিল

সংবিধান দিবসে অসাংবিধানিক পদক্ষেপ ■ অধিবেশনের আগেই বৈঠকে ইন্ডিয়া

প্রতিবেদন : গণতন্ত্রকে পদদলিত করে সংবিধান দিবসে ডিলিমিটেশন বিল আনতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই কারণেই সংসদের সম্ভাব্য বর্ষাকালীন বর্ধিত অধিবেশন ডাকতে চলেছে সোমবার। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে জানানো হয়, ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত লোকসভা এবং ২ থেকে ৩ ডিসেম্বর রাজ্যসভার অধিবেশন হবে। দিল্লিতে রাজনৈতিক মহলের খবর, মূলত দুটি বিলকে টার্গেট করে এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। একটি ডিলিমিটেশন বিল, অন্যটি মহিলা বিল। আশ্চর্যের হল, দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই দুটি বিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিল আলোচনার জন্য মাত্র ২–৩ দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের গা–জোয়ারি। এই কারণেই রাজ্যে রাজ্যে দল ভেঙে সাংসদ কেনাবেচা করা হচ্ছিল বিগত ৩ মাসের বেশি সময় ধরে। গণতন্ত্রকে পদদলিত করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষের উপর। তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়েছে,

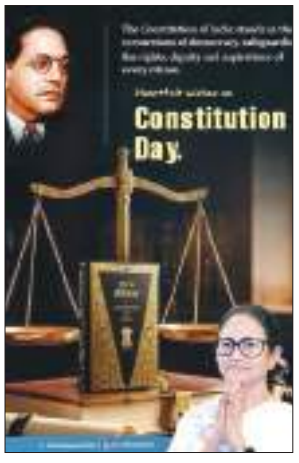

গণতন্ত্রকে এভাবে পদদলিত করার জবাব দেবেন মানুষ। পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বিজেপি সংবিধান মানে না। এরা সংবিধানের ভাবনার মূলেই কুঠারাঘাত করছে। তাই এদের মুখে সংবিধানের পবিত্রতার কথা মানায় না। তিনি লিখছেন, ভারতের সংবিধান গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। যা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার, মর্যাদা ও আকাঙ্ক্ষাকে সুরক্ষিত করে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সংবিধান প্রণেতাদের দূরদর্শিতাকে সম্মান জানানো এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের চিরস্থায়ী মূল্যবোধকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার এক উপলক্ষ।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাকে নিয়ে উপহাস করছে মোদি সরকার। মুলতবি থাকা সংসদের বাদল অধিবেশন যে ডাকা হচ্ছে সেই তথ্য সাংসদদের জানতে হচ্ছে সংসদ (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



হতাশা

জীবনে কখনো হতাশ হও না
আঁধারেও হও জোনাকি,
চন্দ্র, সূর্য, তারাকেও দেখো
মনকে দিও না ফাঁকি।
হতাশা মনের বড় দূষণ
মনকে বিষাক্ত করে,
তাই হতাশাকে দাও দূরে ঠেলে
জীবন হোক কাজের তরে।
বিশ্বাস হোক জীবনের স্বপ্ন
ভরসা হোক বাঁচার আশা,
নব-নব প্রাণ জাগরিত হোক
হোক দূষণমুক্ত দিশা।

বিজেপির বি-টিম বেইমানরাই, চিঠি ফেরতে প্রমাণিত



প্রতিবেদন : হাইকোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী ঠিকা-বিরোধী দলনেতা ও মুখ্য সচেতক হওয়ার মেয়াদ ফুরিয়েছে। কিন্তু তার পরও বিধানসভার স্পিকারের ঠিক-করা ওই ঠিকাদারেরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। এই অনৈতিক কাজ নিয়ে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগেই এ-বিষয়ে অভিযোগ জানাতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় গিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এর পর বৃহস্পতিবার বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের কাছে চিঠি জমা দিতে যান তিনি। কিন্তু চিঠি গ্রহণ করা হবে না বলে জানানো হয়। বিধায়ক বলেন, মেল মারফত পাঠাবেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বিরোধী দলনেতা সব সুবিধা ভোগ করছে যেটা বেআইনি। ঠিকাদের এই অনৈতিক সুবিধা ভোগ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষও। এদিনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, (এরপর ৬ পাতায়)

এসআইআর-এর তথ্য নিতে কমিশনের বদলে পুলিশ কেন?

জবাব চাইতেই গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী

প্রতিবেদন : সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধন ও নথি পরীক্ষার এক্তিয়ার সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু কমিশন বা বুথ লেভেল অফিসারদের অন্ধকারে রেখেই রাজ্য পুলিশ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বা ক্যাম্প বসিয়ে বাদ-পড়া ভোটারদের নথি সংগ্রহ করছে। আর সে নিয়ে প্রশ্ন করতেই গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কর্মীকে। হাওড়ার পর পুলিশের এই বেআইনি অভিযান চলছে খড়গপুর, পূর্বস্থলী, কালিয়াচক, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ বিভিন্ন এলাকায়। প্রবল অসন্তোষ প্রতিটি জায়গায়। কিন্তু মামুদপুরের ঘটনা সবকিছু ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কী ঘটেছে সেখানে? মামুদপুর পঞ্চায়েতে ভাবগাছি গ্রামের শিবদাসপুর থানা থেকে পুলিশ গিয়ে ভোটার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, স্কুল সার্টিফিকেট, জমির দলিল এবং ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম রয়েছে কি না, তার তথ্য সংগ্রহ চালাচ্ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এই কাজটি নির্বাচন কমিশনের। করার কথা বিএলও-দের। তাহলে পুলিশ কেন? পুলিশ যে ফর্ম দেখাচ্ছে তার ওপরে নির্বাচন কমিশন বা কোনও সরকারি বিভাগের নাম নেই। তাহলে কারা করছে এই তথ্য সংগ্রহ? মামুদপুরের লোকজন এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। নথি সংগ্রহের অর্ডার দেখতে চান কিন্তু পুলিশ জানিয়ে দেয় কোনও অর্ডার নেই। কাজে বাধা দিলে গ্রেফতার করা হবে। সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী ঘটনা। তার প্রতিবাদ করেই গ্রেফতার হন তৃণমূল কর্মী। এই ঘটনায় প্রশাসনিক সমন্বয় ও পুলিশের এক্তিয়ার নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। নির্বাচন (এরপর ৬ পাতায়)



■ মামুদপুর। মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে এলাকা ছাড়ছে পুলিশ। পাশে সেই বেআইনি ফর্ম।

ইতিহাসই বলবে বাংলার উন্নয়নে নেত্রীর অবদান



প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য কিছু করেছেন? আসুন একটি ছোট গল্প বলি। একটি পরিবারের তিনটে ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা। বড় ছেলের ঘরে রয়েছে এক পুত্রসন্তান এবং এক কন্যাসন্তান। ছোট ছেলের ঘরে এল এক পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তান। মেজ ছেলের স্ত্রী পরপর দু'বারই কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এর পরে তাঁরা আরেকটি সন্তান নেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। যদি পুত্রসন্তান তাঁদের ঘরে আসে! কারণ 'বংশে প্রদীপ জ্বালানো'র মতো চিন্তাভাবনা থেকে। কিন্তু তাঁদের ঘরে ফের কন্যাসন্তান এল। অর্থাৎ ওই পরিবারের বড় এবং ছোট ছেলের ঘরে পুত্রসন্তান থাকলেও মেজ ছেলের ঘরে তিন কন্যাসন্তান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তখন মেজ ছেলের স্ত্রীকে এবং তাঁদের (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯৪০ ব্রুস লি (১৯৪০-১৯৭৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম শুনলেই তেজ আর ক্ষিপ্রতার কথা মনে আসে। মার্শাল আর্টের বাদশা ব্রুস লি একজন এশীয় অভিনেতা হিসাবে একাই হলিউড কাঁপিয়েছিলেন। পুরো নাম ব্রুস ইয়ুন ফান লি। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে হলেও গায়ে বইছিল চিনা রক্ত। শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে হংকংয়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সিনেমা ও টিভিতে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। বারো বছর বয়সে একদিন রাস্তার কিছু বখাটে ছেলে শত্রুতাবশত তাঁকে মারধর করে। আর এ ঘটনাটাই আমূল পাল্টে দেয় তাঁর জীবন, সেই সঙ্গে মার্শাল আর্ট আর বিশ্ব চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎও। পরবর্তী সময়ে মনপ্রাণ ঢেলে মার্শাল আর্টে তালিম নেন তিনি। এই

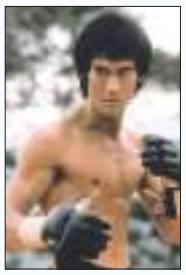

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আয়ু মাত্র পাঁচ বছর। এই শিল্পে যোগ করেন নিজস্ব ধাঁচের কুংফু কৌশল। মার্শাল আর্টের সঙ্গে আরও অনেক শারীরিক কলা জুড়ে দিয়ে তৈরি করেন নতুন আর্ট 'জিৎ কুনে দো'। নাচে দক্ষ লি ১৮ বছর বয়সে জাতীয় প্রতিযোগিতায় হংকংয়ের ঐতিহ্যবাহী চা-চা নাচের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। দ্য বিগ বস, ফিস্ট অফ ফিউরি, দ্য ওয়ে অফ দ্য ড্রাগন, এন্টার দ্য ড্রাগন ইত্যাদি ব্রুস লি অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'এন্টার দ্য ড্রাগনে'র প্রিমিয়ারের কিছুদিন আগে হঠাৎ হংকংয়ে মারা যান ব্রুস লি। মাত্র ৩২ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুরহস্য আজও অমীমাংসিত। কেউ বলে ড্রাগ ওভারডোজ, কেউ বলে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।



১৮৮৮ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুত্র। পিতার প্রয়াণের পর শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। বিবিধ কারুশিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, উদ্যান-রচনায়, উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর তিনি ছিলেন প্রথম উপাচার্য।



১৮২৮ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮২৮-১৯৪৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই শক্তিমান কবি কিছুদিন 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'লেখা', 'নাগকেশর', 'পথের সাথী', 'নীহারিকা' ইত্যাদি।

১৯৫২ বাপ্পি লাহিড়ী (১৯৫২-২০২২) এদিন জলপাইগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ডিস্কো ড্যান্সার, নমক হালাল ও শরাবীর মতো বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করে তিনি সমাদৃত হন। ভারতীয় ধাঁচে ডিস্কো সংগীত পরিবেশন করতেন।



১৯৮৪ অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (১৯১৩-১৯৮৪) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা নায়ক ও গায়ক। প্রথম নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন 'কাশীনাথ'-এ। হিন্দি 'পরিণীতা' ছবি থেকে নায়ক হিসেবে তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। 'ওয়াপস' ছবিতে তাঁর গাওয়া গান 'হাম কোচওয়ান, হাম কোচওয়ান' তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। প্রায় একশোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ।





১৯০৭ হরিবংশ রাই বচ্চন (১৯০৭-২০০৩) এদিন ব্রিটিশ ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত প্রতাপগড় জেলার বাবুপট্টি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে হিন্দি সাহিত্যে যে আবেগধর্মী কবিতার জোয়ার এসেছিল সেই সাহিত্য-বিপ্লবের অন্যতম মুখ ছিলেন হরিবংশ। তাঁর তিনটি বিশিষ্ট সৃষ্টি 'মধুশালা', 'মধুবালা' ও 'মধুকলস'— এই কাব্যত্রয়। তাঁর বড় ছেলে অমিতাভ বচ্চন, বলিউডের বিগ বি।



২০০৮ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (১৯৩১-২০০৮) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন ভারতের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে, জাতীয় মোর্চা বিজেপির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ। ১৯৯৬-এর পর রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

কর্মসূচি



জলঙ্গি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীদের সাংগঠনিক আলোচনাসভা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বাবর আলি।



ঘাটালের রঘুপল্লব চকের তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া সেলের কর্মীদের চা-চক্র। উপস্থিত ছিলেন উপাসনা চৌধুরী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৯৩

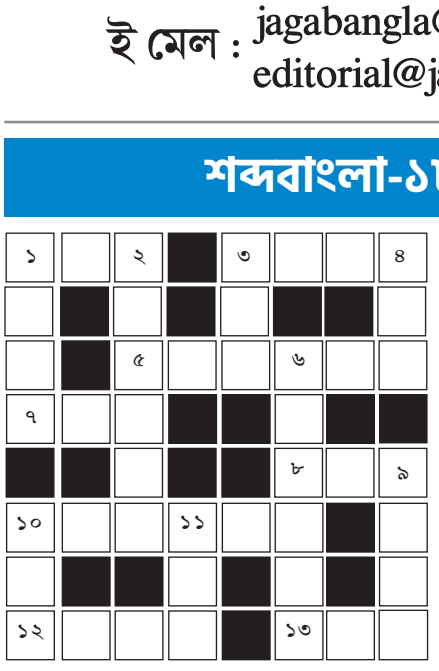

পাশাপাশি : ১. বিচারসংক্রান্ত ৩. অনুসারে, হিসাবে ৫. পত্নীকে যে নিজের প্রাণের মতো ভালোবাসে ৭. লিপিকার ৮. শিক্ষার্থী, ছাত্র ১০. চোখের জল ১২. মশালচি ১৩. রমণীয়তা, উপভোগ্যতা।

উপর-নিচ : ১. লালাযুক্ত ২. আলাপ-আলোচনা ৩. অভাব ৪. মৃত্যু, জীবনের অবসান ৬. জমিদারের খাজনা আদায়কারী ৯. নীচমনা ১০. হাতে হাতে প্রদেয় ১১. আয়োজন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৯২ : পাশাপাশি : ১. পূর্ণানন্দ ৩. আদপে ৫. বাড়ি ৬. দঙ্গল ৮. মসে ১০. তির্যক ১১. শকতি ১৩. রিফু ১৫. উজির ১৮. গাড়ি ১৯.লাতিন ২০. আনসার। **উপর-নিচ :** ১. পূর্বনাম ২. নগদ ৩. আড়ি ৪. পেটো ৫. বালতি ৭. চাকরি ৯. সেশন ১২.তির্যক ১৪. ফুল্লাধার ১৬. রণন ১৭. কলা ১৮. গান।

২৬ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৮৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯২.৬৮	৯৩.৬৪
ইউরো	১০১.৪৬	১০২.৬৭
পাউন্ড	১২১.০০	১২২.৬৯

নজরকাড়া ইনস্টা



ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত



গার্গী রায়চৌধুরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমার শহর
27 November, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
২৭ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

টিউশন করে ফেরার সময় লরির ধাক্কায় প্রাণ হারাল সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। নাম কামিরুল মণ্ডল (১২)। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার ঘটনা

নিজেদের পূর্ত দফতরের দক্ষতাতেই অনাস্থা প্রকাশ

রাস্তা সম্প্রসারণের ভার কেন্দ্রের হাতে তুলে দায় ঝেড়ে ফেলছেন শুভেন্দু

প্রতিবেদন : রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব আর নিজেদের হাতে কি রাখতে চাইছে না শুভেন্দুর সরকার! রাজ্য পূর্ত দফতরের অধীনে থাকা সড়ক নেটওয়ার্কের একটি বড় অংশ কেন্দ্রের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে এবার সেই প্রশ্নই জোরালো হয়ে উঠেছে। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, এর নেপথ্যে রয়েছে নিজেদের পূর্ত দফতরের দক্ষতার উপর রাজ্য সরকারের চরম অনাস্থা। তাই সব রাস্তা কেন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে প্রশাসনিক দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে রাজ্য।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হাতছাড়া হচ্ছে ১৬টি রাজ্য সড়ক ও ৭টি জাতীয় সড়ক।



রাজ্য পূর্ত দফতরের হাইওয়ে অথরিটির অধীনে থাকা ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ককে তুলে দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রের হাতে। এই সড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১৫০৫ কিলোমিটার। ৭টি জাতীয় সড়কের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এতদিন রাজ্য পূর্ত দফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, সেগুলিও এবার সরাসরি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন হতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের প্রধান পরিকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থা পূর্ত দফতরের কর্মক্ষমতা ও কারিগরি দক্ষতা নিয়ে কি তবে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভরসা নেই? রাজ্য সড়ক তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের মতো মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে বা সেই বাড়তি চাপ নিতে না চেয়েই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের দফতরকে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম করে তোলার বদলে এভাবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে সব রাস্তা সঁপে দিয়ে রাজ্য সরকার আসলে নিজের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। এর ফলে রাজ্যের নিজস্ব সড়ক ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ এবং পূর্ত দফতরের অস্তিত্ব ও ভূমিকা নিয়ে এই সিদ্ধান্ত যে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিল।

স্কুলপাঠ্য বইয়েও এবার নামবদলের রাজনীতি

প্রতিবেদন: সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন থেকে কন্যাশ্রী, পাঠ্যক্রম থেকে ছাঁটাই বাংলার নিজস্ব আখ্যান। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে একের পর এক তুঘলকি ফরমান জারি করছে নতুন সরকার। পাঠ্যক্রম থেকে বাংলার গৌরবময় গণআন্দোলনের ইতিহাস মুছে ফেলার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন উঠেছে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম নিয়ে। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে ঐতিহাসিক সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনের অধ্যায়টি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের অধ্যায়টিও সরিয়ে ফেলার সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ, বাংলার মাটিতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক কালের অন্যতম বৃহৎ এই গণআন্দোলন এবং নারীশিক্ষার প্রসারের ইতিহাস মুছে দিয়ে প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও রাজনৈতিক অবদান অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি বইয়ের শুরুতে 'বন্দে মাতরম'-এর সম্পূর্ণ পাঠ রাখার কথাও জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, বাংলার নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অসংখ্য মনীষী এবং এ রাজ্যের মাটির নিজস্ব লড়াইকে ছাপিয়ে কেবল একজন নির্দিষ্ট আদর্শের ব্যক্তিত্বকে পাঠ্যবইয়ের সর্বাগ্রে তুলে ধরার এই প্রয়াস কি শিক্ষার নামে নির্লজ্জ দলীয় প্রচার নয়? তৃণমূল জমানায় গঠিত সিলেবাস কমিটির তৈরি করা পাঠ্যক্রম ও বইয়ের নাম বদলে ফেলে রাজ্যের বিজেপি সরকার যেভাবে নিজের রাজনৈতিক ছাপ বসাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাতে পড়ুয়াদের প্রকৃত ইতিহাস জানার অধিকার খর্ব হচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পড়ুয়াদের ঘাড়ের উপর নামছে এবার বায়োমেট্রিকের খাঁড়া

প্রতিবেদন: ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার, এমনই অবস্থা রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের ওপর বায়োমেট্রিক হাজিরার মতো অবাস্তব ও জটিল ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের এই ঘোষণা রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রবল উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের ১ কোটি ৬০ লক্ষ পড়ুয়া এবং ৪ লক্ষ শিক্ষকের জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। তার আগে ডিসেম্বর মাস থেকেই পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে ১৫০টি স্কুলে এই ব্যবস্থা শুরু হবে।

কিন্তু রাজ্যের গ্রামীণ ও প্রান্তিক স্কুলগুলিতে যেখানে এখনও ন্যূনতম পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ কিংবা ইন্টারনেট পরিষেবার অভাব রয়েছে, সেখানে ১ কোটি ৬০ লক্ষ কচিকাঁচার দৈনিক বায়োমেট্রিক হাজিরা নেওয়া কতটা বাস্তবসম্মত—তা নিয়ে তীব্র সংশয় দেখা দিয়েছে। এর আগে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের জন্য এমন বায়োমেট্রিক হাজিরার নজির ছিল না। শিক্ষক মহলের আশঙ্কা, ক্লাস শুরু হওয়ার আগে কয়েকশো বা হাজারের বেশি পড়ুয়াকে লাইন দিয়ে বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ বা মুখ স্ক্যান করাতে গেলে পঠনপাঠনের মূল্যবান সময়ই নষ্ট হবে। যান্ত্রিক গোলযোগ বা নেটওয়ার্কের সমস্যায় প্রতিদিন স্কুলগুলিতে অচলাবস্থা তৈরি হবে। 'পড়ুয়াদের স্বার্থেই' এই সিদ্ধান্ত বলে মন্ত্রী দাবি করলেও, বাস্তবে পরিকাঠামো তৈরি না করেই একের পর এক হঠকারী নির্দেশিকা চাপিয়ে দিয়ে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কার্যত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

আমতলার অফিস

স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ল

প্রতিবেদন : তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার পার্টি অফিস ভাঙার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, অভিযোগ ৫০৯ ও ৫১২ নম্বর দাগের জমি নিয়ে। কিন্তু ভাঙা হয়েছে ৫০৭ নম্বর দাগের জমি। সেটা ছিল তৃণমূলের দফতর। এজন্য ক্ষতিপূরণের দাবিও জানান তিনি। এদিন দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি ঘোষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল রাখেন। জনৈক সুশান্ত মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন অফিস ভাঙার পদক্ষেপ নেয়। ১৮ জুলাই দফতরের একটি অংশ ভেঙে ফেলা হয়, পরের দিন ফের ভাঙার কাজ শুরু হয়। ১৬ অগাস্ট ছুটির দিনেও এজলাস বসিয়ে স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্ট।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়ল হাসপাতালের ছাদের চাঙড়

প্রতিবেদন : মাত্র ছ'মাসেই সরকারি হাসপাতালগুলির বেহাল দশা! রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রোগী থাকাকালীন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আচমকাই ভেঙে পড়ল ফলস সিলিং। বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের ইউএনবি বিল্ডিংয়ের রেডিওলজি বিভাগের ছাদের চাঙড় মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় হাসপাতাল-চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিপদ কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে কেউ আহত হননি। তবে এই দুর্ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে সরকারি হাসপাতালগুলিকে বেসরকারীকরণ করার কারণেই কি সরকারি হাসপাতালগুলি অবহেলায় ফেলে রেখেছে সরকার?

হাসপাতাল সূত্রে খবর, হাসপাতালের ২ নম্বর রেডিওলজির ঘরে এক্স-রে চলাকালীন ছাদের একটি বড় অংশের চাঙড় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা চাঙড়ের টুকরো। তবে রোগী ও টেকনিশিয়ান দু'জনই প্রাণে বেঁচে



এনআরএস

গিয়েছেন। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত সকলে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, যেভাবে চাঙড়টা ভেঙে পড়ে তাতে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছেন সকলে। এই ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে মেলেনি প্রতিক্রিয়া।

প্রতিদিন কলকাতা, শহরতলি ও বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে ভবনের এই অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা একাধিকবার বলা হলেও, বাস্তবে ভবনের মূল কাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন এমন অবস্থা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। পুরনো ভবনগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা ঠিক রয়েছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকে। পরিত্যক্ত ভবনে দুর্ঘটনা ঘটলেও হাসপাতালের পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। পুলিশের গাড়ি ও মেশিন ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। গুরুতর আহত আরও দু'জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কয়েকজন শ্রমিককে নিয়ে একটি মেশিন ভ্যান বামুনের মোড় থেকে কাকদ্বীপ চৌরাস্তার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে বামুনের মোড়ের দিকে যাচ্ছিল একটি পুলিশের গাড়ি। অভিযোগ, বামুনের মোড়ের কাছে হঠাৎই পুলিশের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজের লেন ছেড়ে বিপরীত লেনে ঢুকে পড়ে এবং সজোরে ধাক্কা মারে মেশিন ভ্যানটিকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়িটি রাস্তার পাশের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
27 November, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

হাস্যকর

কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহনমন্ত্রী কলকাতায় এসে যা বললেন, তাতে ঘোড়াতেও হাসবে। কী বললেন তিনি? বললেন, পাঁচ বছর সময় দিন, আমি রাজ্যের রাস্তাকে আমারিকার মতো করে দেব। টাকা চাইতে হবে না। এত টাকা দেব যে নিয়ে শেষ করতে পারবেন না। হাস্যকর প্রতিশ্রুতি। যেভাবে পেট্রোলে ইথানল মিশিয়ে তিনি দেশের গাড়িগুলির বারোটা বাজাচ্ছেন এবং মাইলেজ কমিয়ে দিচ্ছেন, তারপর তাঁর উপর ভরসা না করে উপায় আছে নাকি! কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজ্যে ১৫ বছর তৃণমূল সরকার থাকার সময়ে তিনি একদিনের জন্যও কেন এই প্রতিশ্রুতি দেননি? কেন রাস্তার জন্য অর্থ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে! শুভেন্দু অধিকারী তো খারাপ রাস্তার দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে হাত তুলে দিয়েছেন। এবার দুর্গোৎসবের সময় রাস্তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মানুষ সকাল-বিকেল সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় তাই প্রতিশ্রুতি দু'হাত লম্বা। আর তৃণমূল সরকারকে হাতে না মেরে ভাতে মারার পরিকল্পনা যে হয়েছিল, সেটাও এখন পরিষ্কার। মানুষ কিন্তু শুনলেন। কিন্তু বাকি সাড়ে চার বছরে আমেরিকা দূরে থাকুক, কলকাতার রাস্তা আপনি ও আপনার রাজ্যের কাউন্টার পার্ট মসৃণ করে দেখান। গ্রাম বাংলা, শহরতলির দিকে নাই-বা হাঁটলাম। শুধু বাংলায় তো বিজেপি সরকার নেই, আরও ২০টি রাজ্যে আপনাদের সরকার। তাহলে সেই রাজ্যের রাস্তাগুলো আমেরিকার মতো কেন হল না গড়করিজি! কেন খারাপ রাস্তায় গাড়ি পড়ে গিয়ে রোজ মৃত্যুর খবর করতে হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমকে? মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ছোট্ট প্রশ্ন। উত্তর জানতে চাইব ২০৩১-এর মার্চ মাসে। অবশ্য ততদিন আপনারা থাকলে হয়!

e-mail থেকে চিঠি

বিতর্কিত অধিবেশনের প্রস্তুতি

এ বছর সংসদে শীতকালীন অধিবেশন বসবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। এর আগে, ১৯৭৫, ১৯৭৯, ১৯৮৪ এবং ২০২০ সালে কোনও শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। তার মধ্যেই ৩০ নভেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন হতে চলেছে। ওই দিন থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভার অধিবেশন, ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যসভা। এই অধিবেশন ঘিরে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলছে। বাদল অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল মুলতবি হওয়ার একশো দিন পরও সমাপ্তি ঘোষণা না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে বারবার। এই অধিবেশনকে ঘিরে আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল নিয়ে জোর জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছে আগেই। বিরোধীরা সর্বসম্মতিতে বিল সমর্থনও করেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মহিলা সংরক্ষণের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের শর্ত জুড়েছে নিজেদের নির্বাচনী লাভের আশায়। পার্লামেন্টের বাদল অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর সংসদের দুই কক্ষেই ১৩ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হয়ে যায়। এই ঘটনা ২০০৮ সালে ৮৭ দিনের জন্য সংসদ মুলতবি হওয়ার রেকর্ডকেও ভেঙে দিয়েছে। কিরেণ রিজিজু ঘোষণা করেছেন ৩০ নভেম্বর থেকে পুনরায় লোকসভা এবং ২ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যসভার বৈঠক শুরু হচ্ছে। উভয় কক্ষের অধিবেশন ৩ ডিসেম্বর শেষ হতে পারে।

একই অধিবেশন চলাকালীন সংসদের কোনো বর্ধিত বা বিশেষ বৈঠক ডাকতে হলে অন্তত দুই দিন আগে নোটিশ দিতে হয়, আর নতুন একটি অধিবেশন আহ্বান করার ক্ষেত্রে অন্তত ১৪ দিন আগে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক। সুতরাং এই অধিবেশনের পেছনে খেলাটা কী, সেটা এখন পরিষ্কার।

— ত্রিভুবন সেনগুপ্ত
আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব আজ আমাদেরই

সংবিধান হত্যাকারীর দল সংবিধান দিবস পালন করল। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

আরএসএস'এর হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে প্রাণিত কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ্ জুটির সরকার ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করেছে।

সম্প্রতি একের পর এক ঘটনায় আমরা দেখেছি মোদি-শাহ জুটি সরকার কীভাবে আমাদের সংবিধানকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়ে আমাদের প্রজাতন্ত্রের মর্মবস্তুকেই ধ্বংস করছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোট চুরি করে তারপর নোট ছড়িয়ে বকলস পরানো বিরোধী দল তৈরি করা হয়েছে। গোয়া, মণিপুরে সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে সরকার গঠন করেছে। মহারাষ্ট্রে রাতের অন্ধকারে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা চালানো হয়েছে। কাশ্মীরে সংবিধানের অবমাননা ঘটানো হয়েছে; সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অসাংবিধানিক নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পাশ করানো হয়েছে, এখন পেছনের দরজা দিয়ে ডিলিমিটেশন বিল পাশের চেষ্টা চলছে ইত্যাদি। যাঁরা এইসব কাজ করলেন তাঁরা আসলে সংবিধান বিরোধী। সে-কারণেই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে ২৬ নভেম্বর তারিখটাকে সংবিধান দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদিজি যখন প্রধানমন্ত্রী তখন থেকেই এটা শুরু হল। একটা পলিটিক্যাল ইভেন্ট হিসাবে ২৬ নভেম্বর দিনটাকে ব্যবহার করার অপচেষ্টা। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমাদের দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারি, সেটাই সংবিধান দিবস হিসাবে বরাবরই পালিত হত।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে খসড়া সংবিধান গৃহীত হল। কিন্তু সেখানেও বলা হয়েছিল এই সংবিধান কার্যকর হবে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০। আমাদের কারওর না বোঝার কোনও কারণ নেই। যেদিন গৃহীত হল, আর যেদিন কার্যকর হল, এই দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। যেমন ২০২৬-এ যেবার শেষবার আমাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৈধ সরকার গঠিত হয়েছিল, সেবারের ঘটনা ক্রম লক্ষ করুন। সেবার বিধানসভায় রাজ্য সরকার নির্বাচিত হয়েছে ১৯ মে, ২০১৬, ভোটের ফলাফল বেরিয়েছে তারা নির্বাচিত হয়েছে। সরকার শপথ নিল কিন্তু ২৬ মে, ২০১৬। ওই সরকারের জন্ম তারিখ ছিল ২৬ মে। জন্ম তারিখ ১৯ মে নয়। ঠিক তেমনই সংবিধান দিবসটা ২৬ জানুয়ারি, ২৬ নভেম্বর কখনওই হতে পারে না। তাহলে এই প্রশ্ন আসবেই ২৬ নভেম্বর কি ভারতের সংবিধান কার্যকর হল? ২৬ নভেম্বর থেকে ২৬ জানুয়ারি এই দু'মাস কোন আইনের দ্বারা ভারত শাসন হল? সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন, তার দ্বারা নয়। এই দু'মাস দেশ পরিচালনা হল Indian Independence Act, 1947 দ্বারা, যেটা হাউস অফ কমন্সে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি পেশ করেছিলেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ আইনে ভারত শাসিত হল ২৬ নভেম্বর থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। তাহলে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০-এর আগে পর্যন্ত এই আইনটা কার্যকর হয়নি, ব্রিটিশ আইনে দেশ চলল। স্বভাবতই ২৬ নভেম্বর দিনটাকে সংবিধান দিবস হিসাবে গ্রহণ করাটা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইতিহাস বলে ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯-এর পর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বসল, ২৪ জানুয়ারি এবং ২৫শে জানুয়ারি ১৯৫০। ২৪ জানুয়ারি আমাদের National Anthem (জাতীয় সঙ্গীত) গৃহীত হল। ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্যরা সই করলেন। অথচ মোদি সরকার দিনটা পালন করছে ১৯৪৯, জানুয়ারি নভেম্বর। অর্থাৎ মোদি সরকার যা করছে তা ইতিহাস বিকৃতি। সংবিধান বিরোধীরা সচেতনভাবেই আশ্রয় নিতে চাইছে বিকৃতির। এবং সে কারণেই পলিটিক্যাল ইভেন্ট হিসাবে ২৬ নভেম্বর এই প্রস্তাবনা। সংবিধানকে অস্বীকার করার লক্ষ্যেই এই বিকৃতি।

আমাদের সংবিধানে ঐতিহ্য এবং পরম্পরাকে আধুনিক ভারত গড়ার স্বপ্নের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং আমাদের সংবিধান নিয়ে যথেষ্ট গর্ব করার কারণ আছে। সংবিধানের প্রথম বাক্যটি We the people of India" আমরা রাজতন্ত্র থেকে উত্তরণ ঘটাচ্ছি প্রজাতন্ত্রে, উত্তরণ ঘটাচ্ছি গণতন্ত্রে।



Preamble-এ(প্রস্তাবনায়) যে কথাগুলো আছে, তা এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিকেই স্পষ্ট করে। To secure justice, social, economicand political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of status and of opportunity; Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation - এই Preamble Uv Constituent Assembly-র সামনে প্রস্তাব হিসাবে যিনি রেখেছিলেন, তিনি জওহরলাল নেহেরু। Objective resolution হিসাবে এই বিষয়ে যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল। এটা আমাদের সংবিধানের মূল সূত্রগুলিকে বেঁধে দিয়েচে, যেখান থেকে সরে আসবার মতো কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। বস্তুতপক্ষে দেশের সংবিধান রচনা করতে গিয়ে আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-তর্ক যথেষ্টই হয়েছে। সংবিধানের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট, ঋজু এবং সদর্থক। এটা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি এবং সমসাময়িক বিচারে একটি জরুরি দেশপ্রেমিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে সংবিধান রচয়িতা বাবাসাহেব আম্বেদকারকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। আম্বেদকার বলেছেন : "On the 26th of January, 1950 we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. In our social and economic structure." আম্বেদকর কথিত সেই বৈষম্য এখন কেমন অবস্থায়? তাহলেই বোঝা যাবে বর্তমান শাসক শিবির সংবিধানের মর্যাদা রক্ষায় কতটা আগ্রহী।

মানুষ বেঁচে আছে চরম দুর্দশায়। মানুষ বেঁচে আছে, খাদ্যের সুযোগ নেই। দারিদ্র, বেকারি ভয়ঙ্কর। শিক্ষিত যুবক-হাপিত্যেশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৃষক-শ্রমজীবী মানুষ সংকটে। কেন? অনাহার সূচকে আমরা তলায়, স্বাস্থ্য সূচকে আমরা তলায়। বৈষম্য এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে যে, এক শতাংশের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত। একটা বিশাল অংশের মানুষ চরম দুর্দশায়। সংবিধানের নির্দেশ কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ১৫ ধারার ধর্ম-বর্ণ-জাত-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান অধিকার কি পালিত হচ্ছে? কতটা হচ্ছে? ২১-এ ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, ক্রমশ রাষ্ট্র তা থেকে সরছে। শিক্ষার অবাধ বেসরকারীকরণ ঘটছে। পুষ্টি, ক্ষুধাসূচক কোথায় দাঁড়াচ্ছি? নির্দেশাত্ম নীতি— আমরা মানছি না। ৪১ ধারায় কাজের অধিকার মানছি না। ৪৩ ধারায় মজুরি, উপভোগের অধিকার, খুশির অধিকার, মানছি না। সংবিধানে আমাদের সংস্কৃতির, সমৃদ্ধ প্রচীন ঐতিহ্যগুলিকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে; অথচ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে, অসুহিষ্ণুতা বাড়ছে, বিভাজনের রাজনীতি বাড়ছে। যেখানে সহিষ্ণুতা ছিল আমাদের সংস্কৃতির অংশ, সেখানে অসুহিষ্ণুতা ঐক্য-সংহতিকে তছনছ করছে। মানবিকতা, অনুসন্ধানের স্পৃহা, বিজ্ঞানমনস্কতায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা। গণেশের মাথা নাকি প্লাস্টিক সার্জারি! অন্য কেউ নন, প্রধানমন্ত্রীর উবাচ। স্টেম সেল নাকি তখনকার আবিষ্কার, অতএব কর্ণ, আমরা পুরাণের মধ্যে চলে গেছি। পুরাণকে আমরা ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছি! অপরাধ করছি। বিজ্ঞানমনস্কতার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছি। গরুর দুধে সোনা পাওয়া যাচ্ছে, গরুর মূত্র সর্ব রোগহরকর— এই যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেশ চালাচ্ছেন, বিভিন্ন রাজ্য চালাচ্ছেন। আমরা সংবিধানের ভিত্তি থেকে মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরতে সরতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছি? সংবিধানকে আমরা মান্য করছি না-ভ্রষ্ট করছি, সংবিধান প্রণেতাদের সম্মান করছি না, না অসম্মান করছি— ভেবে দেখতে হবে। দেশের পরিচালকরাই সংবিধানকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত। রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে।

জাগোবাংলা
রাজ্য
27 November, 2026 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
২৭ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

চারটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল বকুলতলা থানার পুলিশ। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অস্ত্র আইনের ধারায় মামলা শুরু হয়েছে

বহিরাগত এবিভিপি গুন্ডামি করেছে, তারা অধরা কেন

প্রতিবেদন : আসল অপরাধীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এদিকে যাঁরা হাসপাতালের নগ্নরূপ সবার সামনে নিয়ে এলেন তাঁদেরই দাঁড় করানো হচ্ছে কাঠগড়ায়! কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাম্প্রতিক অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনায় তলব পেয়ে বৃহস্পতিবার বউবাজার থানায় হাজিরা দিলেন তিন ইন্টার্ন চিকিৎসক। টানা প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। থানা থেকে বেরিয়েই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন ওই ইন্টার্নরা। তাঁদের প্রশ্ন, ঘটনার রাতে বিজেপির যে সমস্ত বহিরাগত সমর্থক ক্যাম্পাসে ঢুকে চিকিৎসকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল, পুলিশ এখনও কেন তাঁদের গ্রেফতার করল না?

প্রসঙ্গত, গত ১৮ নভেম্বর রাতে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলার সময় মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে ব্যাপক তাণ্ডব ও ভাঙচুর চলে। সেই ঘটনায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তিন ইন্টার্নকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছিল বউবাজার থানা। বৃহস্পতিবার মিছিল করে ওই তিন



ইন্টার্নকে সঙ্গে নিয়ে থানায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল জুনিয়র চিকিৎসকদের, তবে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটার যুক্তি দেখিয়ে পুলিশ সেই মিছিলের অনুমতি দেয়নি।

এদিন নির্ধারিত সময়ে থানায় হাজিরা দেন তলবপ্রাপ্ত তিন ইন্টার্ন। প্রায় তিন ঘণ্টা জেরার পর বাইরে এসে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। ইন্টার্নরা জানান, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ যা যা প্রশ্ন করেছে, তাঁরা সমস্ত সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু এর পরেই তাঁরা তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এক ইন্টার্ন চিকিৎসক বলেন, আমরা প্রথম দিন থেকেই বলে আসছি, সেদিন রাতে ক্যাম্পাসে ঢুকে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছিল বিজেপির বহিরাগতরা। সিসিটিভি ফুটেজ ও একাধিক ভিডিয়োতে তাদের মুখ স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। অথচ যাঁরা আক্রান্ত হলেন, পুলিশ তাঁদেরই ডেকে পাঠিয়ে জেরা করছে, আর আসল হামলাকারীরা এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাঁদের কেন গ্রেফতার করা হল না?

অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নিরপেক্ষভাবেই তদন্ত এগোচ্ছে। তবে ইন্টার্নদের এই পাল্টা প্রশ্নের পর মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তাঁরা পাল্টা এফআইআর দায়ের করে এসেছেন বলেও জানান।

এ-প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ জানান, বিজেপির থ্রেট কালচার চলছে সব জায়গায়। যারা ভাঙচুর করল তারা একজনও অ্যারেস্ট হল না! কিন্তু যারা কাজের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলল তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে! যেভাবে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গুন্ডাগিরি হল তাতে সবাইকেই চিহ্নিত করা গেছে। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা হল না! এর বেলায় বিজেপির কোনও নেতা-মন্ত্রী একটাও কথা বলছে না।

ইন্টার্নদের মিছিলেও এদিন অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তাদের সাফাই, এতে তদন্ত-প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এখানেই তৃণমূল বিধায়ক প্রশ্ন তুলেছেন, তদন্তের সঙ্গে মিছিলের আদৌ কি কোন সম্পর্ক রয়েছে? এটা পুরো চোরবাগান-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যারা ন্যায় বিচারের দাবিতে এফআইআর করছে তাদেরকেই উল্টে কেস দিয়ে হাজতে ভরার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত দেহ মিলল থানার ব্যারাকে

প্রতিবেদন: ছয় মাসের সরকারে শান্তিতে নেই পুলিশ কর্মীরাও। চরম অবসাদে পুলিশ ব্যারাকেই আত্মঘাতী এক পুলিশ কর্মী। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী পুলিশ ব্যারাকে এক পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম সঞ্জয় হালদার (৪০)। তিনি পুলিশের গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ ব্যারাকেই তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এক সহকর্মী। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাঁর মানসিক অবসাদ ছিল বলে জানা গিয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকাল আটটা নাগাদ যখন ব্যারাক থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন সঞ্জয় ভিতরেই ছিলেন। এরপর কয়েকজন পুলিশ কর্মী ব্যারাকের উপরে উঠতেই সঞ্জয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

টালার পর ফের জলসঙ্কট উত্তর ও মধ্য কলকাতায়

প্রতিবেদন : জলকষ্টে জেরবার উত্তর ও মধ্য কলকাতার একাধিক জায়গা। দিন কয়েক আগেই টালা ট্যাঙ্কের পাইপ ফেটে জলসঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশকে। দিন কয়েক কাটতে না কাটতেই ফের জল যন্ত্রণা। বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, চৌরঙ্গি বিধানসভার নানা এলাকায় কোথাও খুব ঘোলা জল আসছে। কোথাও জলই আসছে না। মানুষ চরম সমস্যায় পড়ছেন। মিলছে না পানীয় জলও। পুরসভা না থাকায় অভিযোগ জানানোও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। ছয় মাসের সরকার সাধারণ মানুষকে যথাযথ পরিষেবা দিতে অপারক।

এ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, পুরবোর্ড নেই, জায়গায় জায়গায় নাগরিক পরিষেবা থেকে ব্যাহত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, চৌরঙ্গী বিভিন্ন এলাকায় অভিযোগ আসছে। বিধায়ক এও লেখেন, যেহেতু পুরবোর্ড নেই, সরাসরি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন।

ঘূর্ণিঝড়ের চাদর সরতেই পারদপতন

প্রতিবেদন: ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা, আর সকাল গড়াতেই ঝলমলে রোদ। সব মিলিয়ে শীতের আমেজ উপভোগ করতে শুরু করেছেন রাজ্যবাসী। ঘূর্ণিঝড়ের দাপট কাটতেই এবার জাঁকিয়ে শীত পড়া শুধু অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই পারদ পতন হতে শুরু করেছে। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করায় রাতের তাপমাত্রা আরও কমবে। পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শুষ্ক এবং শীতল আবহাওয়া থাকবে। আগামী দু-তিন দিনে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। আপাতত চলতি সপ্তাহ জুড়েই বজায় থাকবে শীতের এই আমেজ। উত্তরের জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট থাকায় ভোরের দিকে দৃশ্যমান্যতা অনেকটাই কমেছে।

সুন্দরবনের সিঁদুরকাটি খালে দেখা মিলল বিরল ইরাবতী ডলফিনের

সংবাদদাতা, সুন্দরবন : সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য, নদী-খাঁড়ি আর জোয়ার-ভাটার জলরাশির গভীরে লুকিয়ে রয়েছে এক বিস্ময়কর জলজ প্রাণী। কখনও নদীর বুকে হঠাৎ ভেসে ওঠে তার পিঠ, আবার মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে যায় ঘোলা জলের গভীরে। সেই বিরল ইরাবতী ডলফিনের দেখা মিলল সুন্দরবনের সিঁদুরকাটি খালে, আজমলমারি ৭ নম্বর এলাকায়। দক্ষিণ সুন্দরবনে সাম্প্রতিক এক বন্য অভিযানের সময় পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে এই বিরল জলজ প্রাণীর ছবি। অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন। তবে ডলফিনের ছবি তোলা মোটেও সহজ কাজ নয়। জলের ঢেউ, প্রবল স্রোত, নৌকার দুলুনি এবং ডলফিনের দল থেকে নৌকার দূরত্ব—সব মিলিয়ে মুহূর্তটি ক্যামেরায় ধরে রাখা ছিল যথেষ্ট কঠিন। তবুও দক্ষতার সঙ্গে সেই বিরল দৃশ্য ফ্রেমবন্দি করতে সক্ষম হন তিনি। সুন্দরবনে ডলফিনের উপস্থিতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? সুন্দরবনের জলজ বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম মূল্যবান বাসিন্দা ইরাবতী ডলফিন। ভারতীয় সুন্দরবনে তিন প্রজাতির ডলফিনের উপস্থিতির তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে। ইরাবতী ডলফিন, ইন্দো-প্যাসিফিক হাম্পব্যাক ডলফিন এবং গাঙ্গেয় শুশুক। তবে সুন্দরবনের



লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত জলভাগে ইরাবতী ডলফিনের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১৪ সালে গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন রিসার্চ অ্যান্ড কনজারভেশন ইনস্টিটিউট এবং আরণ্যকের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় সুন্দরবনে প্রথম সুসংগঠিত ডলফিন সমীক্ষা চালানো হয়। ৩৩টি নদী ও খাল মিলিয়ে প্রায় ৭৭৬ কিলোমিটার জলপথে সমীক্ষা চালিয়ে ৯২টি ইরাবতী ডলফিন এবং ২৮টি ইন্দো-প্যাসিফিক হাম্পব্যাক ডলফিনের উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হয়। সুন্দরবনের এই মূল্যবান জলজ প্রাণীদের অস্তিত্বের সামনে একাধিক বিপদ রয়েছে। মাছ ধরার গিলনেট ও মনোফিলামেন্ট জালে জড়িয়ে পড়ে ডলফিনের মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ছে।

নিমতায় প্রশাসনের গাফিলতি

দুর্ঘটনায় মৃত চিকিৎসক

প্রতিবেদন: প্রশাসনের গাফিলতিতে পথ দুর্ঘটনায় চিকিৎসকের মৃত্যু। একেই খানাখন্দে ভরা রাস্তা। তার ওপর বেপরোয়া লরি, গাড়ির গতি। নেই ট্রাফিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন চিকিৎসক। ডাম্পারের ধাক্কায় চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান তিনি। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে নিমতার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে। স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে এলে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত চার-পাঁচ মাস ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে বড় বড় ডাম্পার, লরি সহ সব রকমের যান বেপরোয়া ভাবে চলাচল করে।

বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসক সুকুমার দাস বাজার করে সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে। এতে পড়ে গিয়ে ওই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক ভাবে প্রাণ হারান তিনি। ঘটনায় স্থানীয় মানুষজন তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

তাঁদের আরও অভিযোগ, এমন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খারাপ শুধু না, বেশির ভাগ সময় ট্রাফিক পুলিশও থাকে না। এই সুযোগে ডাম্পার সহ যান গুলি বেপরোয়া ভাবে চলাচল করে। যান নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই দুর্ঘটনা। ওখানে একটি সেতু চালু থাকলেও অন্য একটি সেতু বন্ধ। অবিলম্বে ওখানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, ভারী যান চলাচলে নজরদারি, সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিতে দাবি জানান তাঁরা। চিকিৎসকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। বিক্ষুব্ধ, শোকাহত স্থানীয় মানুষেরা।

নর্দার্ন রেলওয়েতে ২৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে ২৭ ডিসেম্বর ভোর পর্যন্ত প্রায় ২১ ঘণ্টা ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক। বদল হবে শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে ছাড়া একাধিক ট্রেনের রুট

রাজ্যে ফের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন: ফের প্রশ্নের মুখে সংশোধনাগারের নিরাপত্তা! প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এক বিচারাধীন বন্দির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। জানা যায়, মৃতের নাম মহম্মদ আলি (৪৪)। সূত্রের খবর, তাঁর মাথার পিছনে ও মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সংশোধনাগারের ভিতরে বন্দির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় অন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সংশোধনাগারের ভিতরে কীকরে নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে অপরাধমূলক কাজ চলছে? উঠছে প্রশ্ন।

মৃত ওই বন্দির বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম থানা এলাকার বাঁকড়া-বাঁশতলায়। এলাকাটি দমদম বিমানবন্দর সংলগ্ন বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি (ইউটিপি) হিসেবে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সংশোধনাগারে নিয়মমাফিক মাথা গোনার সময় তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাশের সংকীর্ণ গলিতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।



হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

কারা দফতর সূত্রের খবর, মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে এন্টালি ও শিয়ালদহ জিআরপিতে একাধিক মামলা রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে মাদক পাচার মামলাও। কী ভাবে এই বন্দির মৃত্যু হল তার কিনারা করতে পারেনি হেস্টিংস থানার পুলিশ ও হোমিসাইড শাখা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু নাবালক শ্রমিকের

সংবাদদাতা, হাওড়া : ডাবল ইঞ্জিনের বাংলায় রমরমিয়ে চলছে শিশুশ্রম। নজর নেই পুলিশের। রাসের মেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত এক নাবালক শ্রমিক। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাওড়ার আন্দুলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় মেলা। ওই নাবালককে জোর করে নাগরদোলার মালিক কাজে লাগিয়েছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতের বাড়ির লোকেরা। জানা যায়, মৃত বালকের নাম সুরজ সাউ (১৫)। বছর পনেরোর ওই নাবালক হুগলির শ্রীরামপুরের ঘোড়ামারা চাকলাপাড়ার বাসিন্দা।



রিষড়ার হিন্দি স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া সে। বাবা তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রায় বছর দশেক আগেই। সে কারণে সুরজ তার মা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকত। নিহত নাবালকের জেঠু কুন্দন সাউয়ের দাবি, সুরজ রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোতেও দোলনার কাজ করেছে। তবে সে সময় কোনও অঘটন ঘটেনি। এবার রাসমেলায় কাজের জন্য মঙ্গলবার আন্দুলে আসে সে। জানা গিয়েছে, সন্ধেয় মেলা চলাকালীন একটি দোলনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে ওই নাবালক। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে নিহত নাবালকের জেঠুর দাবি, ভাইপোকে জোর করে দোলনা মালিক কৈলাস প্রসাদ বাড়ি থেকে ডেকে আনেন। নাবালক জানা সত্ত্বেও দোলনায় কাজ করান। তাঁর অভিযোগ, দোলনার ব্যবসায়ীকে ইলেকট্রিশিয়ান জানিয়েছিলেন বৈদ্যুতিক তারে কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই গাফিলতিতে তাঁর ভাইপোর মৃত্যু হয়েছে। দোলনা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ওই দোলনা মালিককে এখনও আটক বা গ্রেফতার কিছুই করা হয়নি।

উন্নয়নে নেত্রীর অবদান

(প্রথম পাতার পর)

কন্যাসন্তানদের নানারকম গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শাশুড়ি মেজ বউমাকে বলেন অলক্ষ্মী। আর তিন কন্যার বাবার কপালেও চওড়া ভাঁজ— কী করে তিন-তিনটি মেয়েকে পার করবেন! আর তিন কন্যার মা তখন আপন মনে ঈশ্বরের কাছে কেঁদে বলে চলেছেন— আমাকে সব দিয়েছ কিন্তু এই কন্যাসন্তান দিলে? কারণ একটা ভাবনা ছিল, মেয়ে মানেই খরচ। তারা যত বড় হবে তত খরচ বাড়বে। তারপর সে একদিন অন্য ঘরে চলে যাবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলার মেয়েদের, মায়েদের জন্য নানা সরকারি প্রকল্প এনেছিলেন। যাতে তাদের পরিবারের কাছে বোঝা না হয়ে থাকতে হয়। এর ফলে এখন আর তিনটি কন্যাসন্তান জন্ম দিলেও বাবা-মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ে না। কারণ, তাঁরা জানেন এখন একটি মেয়ের পড়াশোনা ও বিয়ের জন্য কন্যাশ্রীর ন্যূনতম ২৫ হাজার করে ৫০ হাজার টাকার সরকারি সাহায্য পাবেন। শুধু তা-ই নয়, একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মায়ের শারীরিক ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কথা ভেবে সন্তান প্রসবের পর হাসপাতালের বেডে থাকতে থাকতেই মায়ের অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। যাতে ওই সময় নতুন মায়েরা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন। এর আগে কোনও সরকার এগুলো ভেবেছিল?

মায়েরা যেমন তাঁর সন্তানদের সর্বদা আগলে রাখেন, সন্তান কুলাঙ্গার হলেও তাকে আগলে রাখেন। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তেমনি মায়ের মতো সকলকে আগলে রাখেন। তাদের মধ্যেও কিছু কুলাঙ্গার আছে, যারা নেয়, খায় আবার মা-কে গালিও দেয়। কিন্তু মা তাদের ফেলে দেয় না। মা তাদের বিনামূল্যে চাল দেয়, তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়, এমনকী তাদের হয়ে লড়াইটাও করেন। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও ব্যক্তির নাম নয়, একটা আন্দোলনের, একটা লড়াইয়ের, একটা অধ্যায়ের, একটা সিলেবাসের নাম। আমরা কেউই চিরকাল থাকতে আসিনি। একদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকবেন না, আমরাও থাকব না। কিন্তু যখন থাকব না তখন ইতিহাসের একটা অধ্যায় জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা লেখা থাকবে— তিনি বাংলার জন্য কী কী করেছেন, বাংলার মানুষের জন্য তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প কতটা কার্যকর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করা যায়, সমালোচনা করা যায় কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না।

১২ বছরের মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

সংবাদদাতা, বসিরহাট: নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে একের পর এক আশ্বাস। রাজ্যের প্রশাসন শক্ত হাতে দমন না করায় অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে এই বাংলা। ফের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল বসিরহাটের মাটিয়া থানার কচুয়া এলাকায়। অভিযোগ, রাস্তার পাশে থাকা ১২ বছরের এক মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের চেষ্টা করে এক যুবক। বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্তকে ধরে গণধোলাই দেয়।

ধৃতের নাম ইয়ামিন মোল্লা ওরফে মুকুল (২৯)। পরে মাটিয়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলেছে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একটি শিশুর নিরাপত্তাও যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে প্রশাসনের সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর? শুধু ঘটনার পর গ্রেফতার নয়, এমন অপরাধ রুখতে আগাম নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠছে।

গণতন্ত্রকে পদদলিত করে কেন্দ্র নিয়ে আসছে ডিলিমিটেশন বিল

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর সমাজমাধ্যমে করা পোস্ট থেকে! আসলে ডিলিমিটেশন বিলকে মহিলা সুরক্ষা বিলের শাড়ি পরিয়ে পাশ করার চেষ্টা চলছে। গণতন্ত্র ও সংবিধানকে হত্যা করছে বিজেপি। ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা অধিবেশনের আগে বৈঠকে বসছেন কৌশল স্থির করতে। এই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাও থাকবেন।

রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'সকালে জমা বিকেলে খরচ' শেষ কথা হতে পারে না, সংবিধান দিবসে এই সব অসাংবিধানিক জিনিস কখনও শেষ কথা বলবে না, পৃথিবীর ইতিহাসে, আমাদের দেশের ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। সত্য, ন্যায়, আইনের শাসন, দেশের মানুষ ভারতের সংবিধান অনুযায়ী শেষ কথা বলবে। বাদল অধিবেশনের দু'দিন হাতে রেখে দিয়েছিল আবার করবে বলে, কারণ, দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতায় ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাবে বলে। নভেম্বর মাস শেষ হতে চলল, অথচ শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না, অর্থাৎ শীতকালীন অধিবেশন উড়ে গেল! এরকম চলতে পারে? পারে না। আগামী দিনে সেটা প্রমাণিত হবে।

কংগ্রেসের প্রবীণ আইনজীবী সাংসদ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ২০২৬ সালের ১৪ এপ্রিল, ড. আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীর সন্ধ্যায় মোদি সরকার ডিলিমিটেশন বিলগুলো প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ১৭ এপ্রিল রাতে সংসদে এই বিলগুলো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এখন, 'অপারেশন লোটাসের' ১০৫ দিন পর, সংবিধান দিবসে মোদি সরকার সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে। সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাশ করানোর জন্য তারা অত্যন্ত কলঙ্কিত ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করার আশা করছে। সংবিধানে এর চেয়ে বড় অপমান বা আঘাত আর কী হতে পারে?

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার, বিজেপির কোনও সরকার কি সংবিধান মানে? তাঁরা কি সংবিধান মেনে সেই পথে রাজ্য চালাচ্ছেন? এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সংবিধানের মূল স্পিরিট অটুট রেখে রাজ্যে কাজ করেছে। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই এই রাজ্যের বিজেপি সরকার সংবিধানের যে মূল স্পিরিট তাতেই কুঠারাঘাত করছে। ফলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে অন্যের সমালোচনা মানায় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সর্বধর্ম সমন্বয়, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা থেকে শুরু করে মানবাধিকারের মতো যা যা সংবিধান নাগরিকদের দিয়ে গিয়েছে, এই সরকারের ও বিজেপির কাজকর্ম তার পরিপন্থী। এটা মানুষ তাদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে।

বি-টিম বেইমানরাই

(প্রথম পাতার পর)

বিরোধী দলনেতা বা ঠিকা বিরাধী দলনেতা কোর্টের ভাষায় প্রভিশনাল— এটা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন, হাইকোর্টের যে রায়ে যে ঠিকা-বিরোধী দলনেতা পদটি ছিল তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং অর্ডারটার কোনও মেয়াদ বাড়েনি। ফলে ঠিকা-বিরোধী দলনেতা পদটির অস্তিত্ব নেই। সেই জায়গা থেকেই বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিতে গিয়েছিলেন। কারণ মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন ঠিকা-বিরোধী দলনেতা। এই বিরোধী দলনেতার পদ অনৈতিকভাবে স্পিকার দিয়েছেন বলে তৃণমূল অভিযোগ করেছে। যে পদ্ধতিতে বিরোধী দলনেতা করা উচিত সেই পদ্ধতি মেনে তো বিরোধী দলনেতা করেননি স্পিকার। ফলে এইসব বিষয় আসছে। এখন যদি স্পিকার বা তাঁর অফিস শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগপত্র নেওয়ার সাহস না দেখায় তা হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন, এই শিবির শুভেন্দু অধিকারীর দয়া আর করুণার ওপর টিকে আছে। স্পিকারের ভূমিকাও কিন্তু সেই দিকটাই ইঙ্গিত করছে।

এসআইআর-এর তথ্য নিতে

(প্রথম পাতার পর)

কমিশন কি আদৌ পুলিশকে এই এক্তিয়ার দিয়েছে? তা হলে কমিশন সেটা প্রকাশ করুক। যদি উত্তর 'না' হয় তা হলে কার নির্দেশে এবং কোন আইনবলে থানার আধিকারিকরা ভোটারদের আধার কার্ড, পুরনো ভোটার তালিকা ও ট্রাইবুনালে আবেদনের নথি খতিয়ে দেখছেন? বিভিন্ন জায়গায় এলাকার মানুষ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউই অর্ডার দেখাতে পারেননি। ফলে বেআইনিভাবে পুলিশি হুমকির মধ্যে দিয়ে এই কাজ চলছে।

এমনিতেই তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটার চরম আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। তার ওপর নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে পুলিশি তৎপরতা সাধারণ মানুষের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ ও ভীতি তৈরি করছে। আগামিদিনে সুপ্রিম কোর্টে নিশ্চিতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
27 November, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
২৭ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

আলিপুরদুয়ার জেলার একটি গ্রামে বুনো হাতির হানায় প্রাণ হারাল একটি গরু এবং ক্ষতিগ্রস্ত হল একাধিক বাড়িঘর। কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিরুবাড়ি গ্রামে দশটি হাতির একটি দল ঢুকে পড়ে এই তাণ্ডব চালায়

গোয়ালঘর থেকে গরু টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জনবসতি এলাকায় হানা দিয়ে গোয়ালঘর থেকে একটি গরু টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল ডুয়ার্সে।

বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি মসজিদ পাড়া এলাকায়। বন্যপ্রাণীর দাপট রুখতে দ্রুত খাঁচা পাতার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাতে শালবাড়ি মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা তবিবর রহমানের বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। সেখান থেকে গরুটিকে ধরে প্রায় ২০০ মিটার দূরে টেনে নিয়ে যায় বন্যপ্রাণীটি। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় ভিড় জমান স্থানীয়রা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় একাধিক ছোট চা বাগান রয়েছে।

সেই বাগানগুলোর ঘন ঝোপঝাড়কেই নিরাপদ আশ্রয় বানিয়েছে চিতাবাঘটি। রাত নামলেই বাগান থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে এবং নিয়মিত গরু, ছাগল ও মুরগি শিকার করছে।

একের পর এক গৃহপালিত পশু নিখোঁজ হওয়ায় রাতের ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের।

আগুনে ভস্মীভূত

■ বালুরঘাট শহরের ডানলপ মোড় এলাকায় বুধবার বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল পাশাপাশি থাকা দুটি কেকের দোকান। একইসঙ্গে আগুনের তীব্র তাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশের আরও একটি সামগ্রীর দোকান। এদিন সাতসকালে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে কেকের দোকান দুটির যাবতীয় সামগ্রী পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনের আঁচে পাশের একটি দোকানও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সেটিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা তুলনামূলক কম। অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের খুঁটির তার এবং কেবল পুড়ে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়।

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোকান দুটি বন্ধ থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

দুর্ঘটনার পরও বদলায়নি চিত্র, প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে ক্ষোভ

বিজেপি আসতেই উধাও স্কুলবাস, ঝুঁকি নিয়ে পাতাবহনকারী ট্রাকে চেপেই স্কুলে যাচ্ছে পড়ুয়া

প্রতিবেদন : চা-বাগানের শ্রমিক সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে স্কুলে যাওয়ার কথা ভেবে বাস দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যে ভোট লুট করে বিজেপি সরকার আসতেই উধাও হয়ে গেল একের পর এক স্কুলবাস। চ্যাংমারিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পরও পাতাবোঝাই বাসে গাদাগাদি করেই চলছে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের দেওয়া অতগুলি স্কুলবাস কী হল? কেন বাস থাকার সত্ত্বেও ভিড় ট্রাকে স্কুলে যাচ্ছে পড়ুয়ারা? তাদের জীবনের দায় কে নেবে? এর উত্তর মেলেনি। উল্লেখ্য, একটি গাড়িতে ৩০-৫০ জন শিশুকে ঠাসাঠাসি করে নিয়ে যাওয়ার ছবি দেখা গিয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও চা বাগানগুলিতে পড়ুয়াদের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা কেন কার্যকর হচ্ছে না, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। মঙ্গলবার বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ির একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনে দেখা যায় কারবালা চা বাগান, নিউ ডুয়ার্স, বানারহাট এবং চুনাভাটি চা বাগানের



পড়ুয়াদের চা পাতা বহনকারী ট্রাক, ট্র্যাক্টরে চাপিয়ে স্কুলে নিয়ে আসা হচ্ছে খুদেদের। চা শ্রমিক প্রকাশ ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা করেননি বাগান কর্তৃপক্ষ। একটি ট্রাক্টর কিংবা ট্রাকে ৬০-৭০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেকোনও সময়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এবার নিশ্চয় পুরোনো নিয়ম পাল্টাবে।'

চা-বাগানের শ্রমিক নেতা অজয় মাহালি বলেন, 'শিশুদের নিয়ে কোনও কিছুই ভাবেন না বাগান কর্তৃপক্ষ। বানারহাট চা বাগান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়াদের জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়নি। বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন শিশুরা স্কুলবাসেই যেতো। কিন্তু পালাবদলের পর সব শেষ। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রানি তুড়ি বলে, 'প্রতিদিন এভাবেই ট্রাকে করে আমাদের স্কুলে নিয়ে আসা হয়। স্কুলে নামিয়ে দেওয়ার পরে সেই গাড়ি আবার চা পাতা তুলতে চলে যায়। আবার ওই গাড়িতেই আমরা বাড়ি ফিরি। রোদ-বৃষ্টি যাই হোক না কেন, এটাই আমাদের রুটিন।' ট্রাকচালক বিনোদ কামির বক্তব্য, 'বাগান থেকে এভাবেই বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।' তবে এভাবে পড়ুয়াদের যাতায়াত যে ঝুঁকিপূর্ণ, তা স্বীকার করেন তিনি।

এ কোন অধঃপতন! ফুচকার সঙ্গে কন্ডোম খাওয়াল সহপাঠী

আশঙ্কাজনক নবমশ্রেণির ছাত্র হাসপাতালে

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : সরকারি স্কুলে ন্যক্কারজনক ঘটনা। টিফিনের সময় ফুচকার সঙ্গে সহপাঠীকে কন্ডোম ভরে খাওয়াল নবম শ্রেণির ছাত্র। এরপরই প্রচণ্ড পেটে ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ছাত্রটি। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে অস্ত্রোপচার করতে হয়। বর্তমানে শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ঠিক কী ঘটেছিল? নবম শ্রেণির ছাত্র ম্যানুয়েল মুর্মুকে তার হস্টেলের বন্ধু শুভঙ্কর এক্কা, রামনাথ ওরাওঁ, জিৎ বর্মন এবং অমিত লিন্দে মিলে ফুচকার সাথে কন্ডোম খাইয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার টিফিন আওয়ার্সে বন্ধুরা স্কুল হস্টেলে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসে। সেখানেই নবম শ্রেণির এই ছাত্রকে খাবারের সাথে একটা গোটা কন্ডোম খাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই সে অসুস্থ বোধ করে। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। জেলা হাসপাতালের দশতলা বিল্ডিংয়ের সার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। তার সামান্য পেট ব্যথা রয়েছে বলে জানিয়েছে ম্যানুয়েল মুর্মু। জানা গেছে, ওই ছাত্রের বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকে। তার বাবা ভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন এবং মা অন্যের জমিতে কাজ করেন। ম্যানুয়েল ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকত। এদিন কন্ডোম খেয়ে ছাত্রটি অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তাকে হসপিটালে ভর্তি করার পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে কুমারগঞ্জে তার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে রাঁধুনি উপেন বর্মন জানান, আমি টিফিনের সময় মিড ডে মিল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পরে শুনেছি চারজন ছাত্র ফুচকার মধ্যে কিছু একটা মিশিয়ে আর এক ছাত্রকে খাইয়ে দিয়েছে। শিক্ষকরা ছাত্রটিকে নিয়ে হাসপাতালে গেছেন। এদিকে প্রশ্ন উঠছে স্কুলের হস্টেলে কীভাবে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসে খাওয়ানো হল?

চুল কাটাতে গিয়ে বিবাদ, সেলুনেই খুন হল যুবক, ইসলামপুরে চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে মালিকের সঙ্গে বচসা, আর তার জেরেই চুল কাটার কাঁচি দিয়ে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার টালিগড় এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মহম্মদ সাব্বির (২৫)। তাঁর বাড়ি ইসলামপুর থানার দালাল বস্তি এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় টালিগড় এলাকার ওই সেলুনে চুল কাটতে গিয়েছিলেন সাব্বির। সেখানে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সেলুন মালিকের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা চরম আকার ধারণ করে। অভিযোগ, উত্তেজনার বশে সেলুন মালিক হাতে থাকা চুল কাটার ধারালো কাঁচি দিয়ে সাব্বিরকে সজোরে আঘাত করেন। রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঠিক কী কারণে ওই বচসার সূত্রপাত হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সন্ধ্যাবেলা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় টালিগড় ও দালাল বস্তি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



■ শোকার্ত পরিবার।

হাটে যাওয়ার পথে বন্য হাতির মুখোমুখি কৃষক! পালিয়ে বাঁচল প্রাণ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : হাটে সবজি পৌঁছে দিতে বেরিয়ে বন্যহাতির কবলে পড়লেন ময়নাগুড়ির এক চাষি। মুহূর্তের তৎপরতায় দৌড়ে প্রাণে বাঁচলেও তাঁর পরিশ্রমে তোলা ফসল এবং যাতায়াতের সাইকেলটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাতিটি।

ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া-নুনিয়ার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, আমগুড়ির বাসিন্দা কল্যাণ রায় রোজকার মতোই ভোররাতে সাইকেলে করে সবজি নিয়ে হাটের দিকে যাচ্ছিলেন। বেতগাড়া এলাকায় পৌঁছতেই হঠাৎ সামনে এসে পড়ে একটি বন্যহাতি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতিটি তাঁর দিকে তেড়ে আসে। বিপদ বুঝে এক মুহূর্ত দেরি না করে ঘটনাস্থল ছেড়ে ছুটে পালান কল্যাণবাবু। অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কল্যাণবাবু সরে যাওয়ার পর হাতিটি তাঁর



■ সাইকেল ফেলেই দৌড়ে পালান কৃষক।

সাইকেলে থাকা সমস্ত শাকসবজি পায়ে পিষে নষ্ট করে। পাশাপাশি দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দেয় সাইকেলটিও। ভোরবেলার এই আকস্মিক হানায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের বাসিন্দারা। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় বন্যপ্রাণীর হানা বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় চাষিরা। নিজেদের সুরক্ষার পাশাপাশি নষ্ট হওয়া ফসল ও সম্পদের দ্রুত ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

আমার বাংলা
27 November, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



বুলডোজার চালিয়ে ঝাড়গ্রামে ভাঙা হল তৃণমূল নেতার বাড়ি



প্রতিবেদন : যে কোনও ছুতোয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নিগ্রহ চলছেই। বিনপুর-১ ব্লকের নেপুরা অঞ্চলের খোসাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ পুনরুদ্ধারের নামে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হল এক তৃণমূল নেতার বাড়ি। অভিযোগ, স্কুলের খেলার মাঠ দখল করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দোতলা বাড়ি-সহ একটা কলোনি তৈরি করে ফেলেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য দীনেশ বেজ ও তাঁর পরিবার। রাজ্যে সরকার বদলের পরেই তৃণমূল নেতাদের ধরপাকড়ের পাশাপাশি, তাঁদের উপর শারীরিক ও অন্যভাবে নিগ্রহ চলছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশকে ছুতো করে একরকম জোর করেই দীনেশের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হল। সাতসকালে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে বিনপুর-১ ব্লকের নেপুরা অঞ্চলের খোসাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়। বিডিও বিদ্যুৎ পাত্র ও লালগড় থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষ হাজির ছিলেন। অভিযোগ, দীনেশ প্রভাব খাটিয়ে ইন্দিরা আবাস যোজনায় সাত ভাইয়ের নামে ধাপে ধাপে সাতটি পাকা বাড়ি তৈরি করে। গোয়ালঘরও বানানো হয়। স্কুলের এক একর ৯৬ ডেসিমাল জমির মধ্যে ৩৬ ডেসিমাল জমি দখল হয়ে যায়। এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করলে গত অক্টোবর হাইকোর্ট অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে নির্দেশ দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসক চলতি মাসে দীনেশ-সহ সাত ভাইকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে জায়গা খালি করার নোটিস পাঠান। দীনেশের পরিবারের এক সদস্য সঞ্জয় বেজ দাবি করেন, প্রশাসনকে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃষ্টিতে কালভার্ট ধসে গিয়ে বিপত্তি

প্রতিবেদন : কোথায় কী সমস্যা, কীভাবে তার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে বর্তমান প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই। সাম্প্রতিক লাগাতার বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়া থেকে পুকুরিয়া, রাজপাড়া যাওয়ার রাস্তার কালভার্ট। এর উপর দিয়ে যাতায়াত করেন গ্রামের অসংখ্য মানুষ। ফলে কালভার্ট ধসে যাওয়ায় অনেক ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে সবাইকে। ফলে ব্যাপক হয়রানি হচ্ছে সাধারণ মানুষজনের। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় বালি ও মাটির বস্তা দিয়ে চলছিল যাতায়াত। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। এখন গাড়ি পারাপার একেবারেই বন্ধ।

এডস প্রতিরোধে রাজ্যের মুকুটে নয়া পালক

পূর্বতন সরকারের কাজের স্বীকৃতি কেন্দ্রের সুরক্ষিত সম্মান বীরভূমকে

প্রতিবেদন : এইডস প্রতিরোধে পূর্বতন সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছিল। তারই সুফল মিলছে। 'মোবিলাইজেশন ফর এইডস সুরক্ষা' উদ্যোগের অধীনে ৯৫-৯৫-৯৫ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে বীরভূম জেলা 'সুরক্ষিত' মর্যাদা অর্জন করল।

এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও আক্রান্তদের চিকিৎসা পরিষেবায় আগের প্রশাসনের লাগাতার উদ্যোগের জেরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মিলেছে। তারই স্বীকৃতি পেতে চলেছে বীরভূম জেলা। ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বীরভূমকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য জেলাশাসক ধবল জৈনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব ঋতু শর্মা।

২৩ নভেম্বর জারি করা এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, 'মোবিলাইজেশন ফর এইডস সুরক্ষা' উদ্যোগের অধীনে ৯৫-৯৫-৯৫ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে বীরভূম জেলা 'সুরক্ষিত' মর্যাদা অর্জন করেছে। এই সাফল্যের জন্য জেলাশাসক এবং জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়েছে। এই ৯৫-৯৫-৯৫ লক্ষ্যমাত্রা হল এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিকস্তরে নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এর প্রথম ধাপে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির অন্তত ৯৫ শতাংশের সংক্রমণ শনাক্ত করার কথা। দ্বিতীয় ধাপে, শনাক্ত হওয়া আক্রান্তদের অন্তত ৯৫ শতাংশকে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্য রয়েছে। তৃতীয় ধাপে, চিকিৎসাধীন ব্যক্তির অন্তত ৯৫ শতাংশের শরীরে ভাইরাসের পরিমাণ এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনার কথা, যাতে তা কার্যত নিয়ন্ত্রণে থাকে।



স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই সাফল্য পুরোপুরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের। তারই স্বীকৃতি মিলছে। বর্তমান বিজেপি সরকারের এই সাফল্যের নেপথ্যে কোনও ভূমিকা নেই।

এই সাফল্যকে অতীতে এইডসে মারা যাওয়া ও এইচআইভি আক্রান্তদের প্রতি উৎসর্গ করার পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বীকৃতি স্বরূপ। অনুষ্ঠানে জেলাশাসকের সঙ্গে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা এইডস নিয়ন্ত্রণ আধিকারিককেও থাকতে বলা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর দিল্লির ডক্টর আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৬-এর অনুষ্ঠানে বীরভূমের এই স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

কৃষকসভার অনুষ্ঠানে হামলা, রক্তাক্ত প্রবীণ নেতা

বিরোধীদের কোনও কার্যক্রমই করতে দিতে চায় না বিজেপি

প্রতিবেদন : তৃণমূলের উপর লাগাতার আক্রমণ তো চলেইছে, পাশাপাশি অন্য বিরোধী দল বা তাদের কার্যক্রমের উপরেও হামলা চালাচ্ছে বিজেপি। কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে বৃহস্পতিবার দেশ জুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। তাতেই বর্ধমানের বাদামতলায় পুলিশের অনুমোদন নিয়ে সিপিএমের কৃষকসভা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিকেলে সেই সভামঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতা তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অমল হালদার। সেই সভা বানচাল করতে বাদামতলা থেকে সামান্য দূরে কার্জন গেটের কাছে বিজেপির একটি সভা করে। শুধু সভাই নয়, সেখান থেকে বিজেপি মিছিল শুরু করে। তারপর কৃষকসভার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা হামলা চালায়। সভার চেয়ার ছুঁড়ে মারতে থাকে। সেই চেয়ারের আঘাতেই মাথা ফেটে যায় সিপিএমের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক তথা বর্ষীয়ান নেতা অমল হালদারের। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সংগঠনের সদস্যরা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। তাঁর পায়েও আঘাত লেগেছে বলে খবর। এ নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।



আহত অমল হালদার।

সিপিএমের কৃষক সংগঠনের অভিযোগ, বিজেপির মিছিল থেকে ইট, লাঠি, চেয়ার নিয়ে হামলা চালানো হয়। সে সময় মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রাক্তন সিপিএম জেলা সম্পাদক অমল হালদার। অমলের অভিযোগ, 'আমি তখন বক্তৃতা করছিলাম মঞ্চে। হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। আমার দিকে ইট ছোঁড়া হয়, চেয়ার ছুঁড়ে মারা হয়, তারপর লাঠি দিয়ে পায়ে আঘাত করা হয়।'

বিজেপির জেলা মুখপাত্র শান্তরূপ দে'র দাবি, 'সংবিধান দিবস উপলক্ষে আমাদের বড় সভা চলছিল। সেটা বানচালের ষড়যন্ত্র করেছিল সিপিএম। ওরা সংবিধান মানে না, ওরা দেশ মানে না। নিজেরা চেয়ার নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করে আমাদের উপর দোষ দিচ্ছে!'

চলন্ত বাসে সন্তান প্রসব, সটান বাস নিয়ে হাসপাতালে চালক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : এবার চলন্ত বাসে সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ার খাতড়া থানার মুকুটমণিপুর এলাকায়। বাসে এক প্রসূতি সন্তান প্রসব করতেই সটান বাস নিয়ে নিকটবর্তী খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে হাজির হলেন বাসের চালক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি বাসে চড়ে দুই পুত্রসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের কদমবাঁদি গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে খাতড়ায় বাপের বাড়িতে যাচ্ছিলেন প্রসূতি আলবেদা খান। চিকিৎসকেরা ৬ ডিসেম্বর ওই প্রসূতির প্রসবের সম্ভাব্য দিন স্থির করেছিলেন। কিন্তু এদিন বাসটি মুকুটমণিপুরের কাছাকাছি আসতেই ওই প্রসূতির প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। যন্ত্রণায় বাসের মেঝেতেই শুয়ে পড়েন ওই প্রসূতি। এই ঘটনায় অন্য যাত্রীরা প্রসূতিকে সাহায্য করতে কিছুটা ইতস্তত করলেও মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি ওই বাসেরই যাত্রী স্থানীয় ডাবরি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ অফিসার পিপু ধীবর। তড়িঘড়ি তিনি প্রসূতির কাছে ছুটে গিয়ে দেখেন, ততক্ষণে চলন্ত বাসের মধ্যেই ওই প্রসূতি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। এরপর ওই স্বাস্থ্যকর্মীর অনুরোধে বাসের চালক দ্রুত বাস নিয়ে পৌঁছন খাতড়ায়। খাতড়া এসডিও মোড়ে অন্য যাত্রীদের নামিয়ে বাসের চালক স্বাস্থ্যকর্মী পিপু ধীবর-সহ প্রসূতিকে নিয়ে বাস চালিয়ে সটান হাজির হন খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে। সেখানের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাসে উঠে মায়ের সঙ্গে সদ্যোজাত সন্তানের সংযোগকারী নাড়ি কেটে মা ও শিশুকে বাস থেকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান। খাতড়া মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তান দুজনেই সুস্থ আছে।



স্বাস্থ্যকর্মী পিপু ধীবর।

জাগোবাংলা
সবজির থলে থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র! ফরাক্কায় ধৃত দুই যুবক। নিউ ফরাক্কায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ

আমার বাংলা

27 November, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৭ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে রোগীদের খাবারে বিছে! চরম শোরগোল

প্রতিবেদন : শোরগোল পড়ে গেল। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগে। ওই বিভাগের খাবারে বিছে পাওয়া গিয়েছে! আর সেই খাবার পরিবেশন করা হয় রোগীদের। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় হইচই শুরু হয় হাসপাতাল জুড়ে। চাপে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তিন কর্মীকে শোকজ করেছে। লোক দেখানো ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা নাকি যাবে স্বাস্থ্য দফতরে। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগের দুপুর খাবার দেয় একটি সংস্থা। সেই মতো খাদ্য পরিবেশন হয়। খাবার দিতেই ভাতের মধ্যে বিষাক্ত বিছে দেখতে পারেন চিকিৎসাধীন রোগীরা। হইচই শুরু হয় হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হাসপাতালের চিকিৎসক, আধিকারিকেরা।



কী করে হাসপাতালের খাবারে বিছে এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। খাবার সরবারহকারী সংস্থা কর্তৃপক্ষকে তলব করা হয়। এর পরই ঘটনা ধামাচাপা দিতে দায়িত্বে থাকা ৩ জন কর্মীকে শোকজ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাফাই দিয়ে বলেছে, খাবার খেয়ে কেউ অসুস্থ হয়নি। তবে গোটা ঘটনায় রোগীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। তাঁদের প্রশ্ন, হাসপাতালে এমন খাবার পরিবেশন করা হলে, কীসের উপর ভরসা রাখবেন তাঁরা? প্রসঙ্গত, গত সাত মাসে রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। কখনও চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশু বা প্রসূতির মৃত্যু। এবার তালিকায় নয়া সংযোজন খাবারে বিছে! যা নিয়ে চরম শোরগোল।

চালানে গরমিল, তবু অবাধে বালি পাচার! ভুঁশ নেই প্রশাসনের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বালির চালানে একাধিক অসঙ্গতি! ক্রেতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকলেও নেই কোনও মোবাইল নম্বর। শুধু তাই নয়, চালানে দেখানো বালির উৎস ও পরিবহণের সময় নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তাহলে কি চালানের আড়ালে বৈধতার মোড়ক পরিয়ে চলছে বালি পাচারের কারবার? বুদবুদ থানার চাকতেতুল পঞ্চায়েতের সাঁকুড়ি গ্রামে বালি কারবারকে কেন্দ্র করে এমনই অভিযোগ ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। স্থানীয়দের অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে একের পর এক বালি বোঝাই ট্রলি যাতায়াত করছে গ্রামের রাস্তা ও চাষের জমির উপর দিয়ে। ট্রলির দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিজমি। অথচ সেই জমিতেই চাষিরা সর্ষে বুনেছিলেন। ফসলের তোয়াক্কা না করেই জোর করে বালির ট্রলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদ করলেই মিলছে হুমকি, দাবি চাষিদের। তবে এই বালি কারবার ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে চালানকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, বাঁকুড়ার সোনামুখীর ডি-পাড়ার চালান দেখিয়ে সাঁকুড়ি থেকে বালির ট্রলি যাচ্ছে। চালানে ক্রেতা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে গলসির বাসিন্দা মিলন ঘোষের নাম ও ঠিকানা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে ক্রেতার কোনও মোবাইল নম্বরের উল্লেখ নেই। কেন চালানে মোবাইল নম্বরের জায়গা ফাঁকা? কাকে বালি সরবরাহ করা হচ্ছে, তা যাচাইয়ের উপায় কোথায়? এই প্রশ্নেই ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। শুধু তাই নয়, সোনামুখীর ডি-পাড়া থেকে বালি বোঝাই ট্রলি মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যে গলসিতে পৌঁছনো আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন গ্রামবাসীরা। দুর্গাপুর কিংবা বর্ধমান হয়ে যাতায়াত করলে এত কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর হিসাব কীভাবে মিলছে? চালানের তথ্য ও বাস্তব পরিবহণের মধ্যে এই অসঙ্গতি কি কোনও বড় অনিয়মের ইঙ্গিত দিচ্ছে? উত্তর খুঁজছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে, জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় আর চুপ করে থাকতে রাজি নন চাষিরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে চাষিরা নিজেরাই প্রতিরোধে নামেন। বাঁশ দিয়ে জমি ঘিরে বালি ঘাটে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, চাষের জমি নষ্ট করে কোনওভাবেই বালির কারবার চলতে দেওয়া হবে না।

ট্রেনে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় ধৃত এক

প্রতিবেদন : খড়্গপুরে ঢোকার মুখে হাওড়া-পুরুলিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল রেল পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়



খড়্গপুরে ঢোকার আগে হাতিগোলা ব্রিজের কাছে ট্রেনটিতে পাথর ছোড়া হয়েছিল। ওই কাণ্ড ঘটানোর অভিযোগে খড়্গপুরের ইন্দার বাসিন্দা শশাঙ্ক পাত্রকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক ট্রেনে পাথর ছোড়ার কথা স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খড়্গপুরে ঢোকার ঠিক আগে হাওড়া-পুরুলিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে। খড়্গপুরে ঢোকার এক-দেড় কিলোমিটার আগে রয়েছে হাতিগোলা ব্রিজ। সেখানেই পাথরের আঘাতে ট্রেনের ডি ৮ কামরার জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল। জানালার লোহার রডও বেঁকে গিয়েছিল। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কামরার যাত্রীরা। ট্রেনটি খড়্গপুর স্টেশনে এলে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানায় কিছু যাত্রী। এর পরই তদন্ত শুরু করে রেল পুলিশ। গোপান সূত্র মারফত খবর পেয়ে খড়্গপুরের ইন্দা এলাকা থেকে শশাঙ্ক পাত্র নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়।

যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

প্রতিবেদন : নিখোঁজ ডাম্পার চালকের দেহ উদ্ধার হল খড়্গপুর লোকাল থানা এলাকার কলাইকুন্ডার কাছে ভালুকমাচায়। মৃতের নাম বৃহস্পতি রুইদাস (৪০)। ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কারণ, তাঁর শরীরে ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা এখনও পরিষ্কার নয়। তদন্তের জন্য স্নিফার ডগ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঘটনাস্থলে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতির বাড়ি পুরুলিয়ায়। তিনি ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়ে এক বালি খাদানের ডাম্পার চালাতেন। মঙ্গলবার ভোরে ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতার দিকে বালি নিয়ে যাওয়ার সময়ে কলাইকুন্ডার কাছে ভালুকমাচায় গাড়ি থামিয়ে চা খেতে নামেন। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ। একাধিক বার ফোন করেও গাড়ির মালিক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি।

টাকা-ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই

বাঁকুড়া



প্রতিবেদন : ভরদুপুরে পথচারীর হাত থেকে টাকা-ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে চম্পট দিল বাইক আরোহী দুই দুষ্কৃতী। টাকার ব্যাগ ছিনতাইয়ের সেই ঘটনা ক্যামেরাবন্দি হয়েছে স্থানীয় একটি সিসি ক্যামেরায়। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার খাতড়ার রবীন্দ্র সরণী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খাতড়ার রবীন্দ্র সরণির বাসিন্দা উত্তমকুমার পাত্র অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। বৃহস্পতিবার তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে ছিল। বিয়ের খরচ খরচার জন্য বুধবার খাতড়ার পাম্প মোড়ে থাকা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষক মোট ১ লক্ষ ৭২ হাজার ২০০ টাকা তোলেন। পরে ছেলের সঙ্গে বাইকে করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাবা উত্তমকুমার পাত্রকে বাড়ির গলির মুখে ছেড়ে দিয়ে ছেলে অন্য কাজে বেরিয়ে যান। টাকার ব্যাগ উত্তম হাতে নিয়ে বাড়িমুখো হতেই বাইকে চড়ে দুই দুষ্কৃতী হাজির হয়। বাইক উত্তমকুমার পাত্রর গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই বাইকের পিছনের সিটে বসে থাকা দুষ্কৃতী হাত বাড়িয়ে উত্তমের হাত থেকে টাকার ব্যাগ নিয়ে প্রবল বেগে চম্পট দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে দুষ্কৃতীদের তাড়া করলেও তাদের আর নাগাল পাননি অবসরপ্রাপ্ত ওই প্রাথমিক শিক্ষক। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে উত্তমকুমার পাত্র খাতড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। স্থানীয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

বিয়ের মরশুমে বেড়েছে টোপরের চাহিদা, শিল্পীরা দাম পাচ্ছেন না

প্রতিবেদন : শুরু হয়েছে বিয়ের মাস। অগ্রহায়ণ মাসের পেরিয়েছে বেশ কয়েকদিন। বিয়ে মানেই নানা আচার-অনুষ্ঠান, সাজগোজ, খাওয়াদাওয়া। এই বিয়ের অনুষ্ঠানের সাজ গোজের অন্যতম অংশ টোপর। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ট্রেন্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয় বিয়ের কুলো, টোপর, মাথার ওড়না ও আরও নানা জিনিস। সেই কিশোর বয়স থেকে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত রানাঘাটের শিল্পী মিন্টু মালাকারের পরিবার। জানা গিয়েছে, বছরের পর বছর ধরে এই টোপর শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মিন্টুর মতো অনেক শিল্পীই। সেই হিসেবে তাঁরা বাজারদর পাচ্ছেন না।

রানাঘাট পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগরের বাসিন্দা মিন্টু। বংশ পরম্পরায় এই কাজ করছেন তিনি। সাত বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর টোপর বানানোর কাজ। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে এই নিখুঁত কারুকার্যের মাধ্যমে টোপর তৈরি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ এই কর্মজীবনে শিল্পী হিসেবে কোনও কদর মেলেনি, হয়নি



আর্থিক সচ্ছলতাও। কাজের যা পরিশ্রম সে তুলনায় দাম একেবারেই পাওয়া যায় না। মিন্টু ও তাঁর স্ত্রী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসা। তবে তাঁর ছেলের এই ব্যবসায় লাভ না থাকার কারণে যোগ দেওয়ারও কোনও ইচ্ছা নেই। জানা গিয়েছে, এই কাজের পিছনে তাঁদের প্রতিদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম হয়। কারণ যে শোলার মাধ্যমে এই টোপর তৈরি করা হয় তা আসলে একটি গাছ। জলের মধ্যে থাকা সাপ, নানা পোকামাকড়ের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করা হয় ওই গাছ। তার পরে শিল্পী তাঁর হাতের গুণে সাজিয়ে তোলেন টোপর। এই টোপর বানাতে খরচ পড়ে কখনও ৩০ টাকা, আবার কখনও ৫০ টাকা, এক একটি টোপরের দাম পরে ৫০০ কিংবা কোনওটা আবার ২০০০ টাকা। কিন্তু বাজারদর হিসাবে মিন্টু দাম পান না বলেই অভিযোগ তাঁর। পাইকারি দরে টোপর বিক্রি করা হয় ২৫০, ৩০০ আবার ৫০০ টাকাতে। টোপরের কারুকার্যের উপর নির্ভর করে তাঁর দাম। বর্তমান সরকারের কাছে শিল্পীদের জন্য তিনি আর্থিক সাহায্যের জন্য আর্জি জানিয়েছেন। মিন্টুর মতে, শিল্পীরা সহযোগিতা না পেলে ভবিষ্যতে শোলার কারুকার্যের এই শিল্প হয়তো চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৬০০ কোটির সম্পত্তি ও বিমার টাকার লোভে নিজের স্বামী, নাবালক ছেলে ও ভাইপোকে খাবারে সীসা মিশিয়ে স্লো পয়জনিং করে খুনের চেষ্টা করেছিল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের রেণু ভাটনগর। গ্রেফতার অভিযুক্ত

আটকাতে পারল না শাহর পুলিশ

নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে দিল্লির রাজপথে প্রতিবাদী কৃষকরা

দাবি এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিলেরও



নয়াদিল্লি: নিষেধাজ্ঞা জারি করেও রাজধানীতে কৃষকদের মিছিল আটকাতে পারল না অমিত শাহর পুলিশ। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির মন্দির মার্গ থেকে যন্তর মন্তর পর্যন্ত মিছিল করলেন কৃষিজীবীরা। ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর শুরু হওয়া ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল সংযুক্ত কিষান মোর্চা। কিন্তু পুলিশের অজুহাত, মিছিলের অনুমতির জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা পড়েনি, অনুমতি দেওয়াও হয়নি। মিছিল আটকাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল্লি পুলিশ। এই নিয়ে সকাল থেকেই দেখা দেয় ব্যাপক উত্তেজনা। শুধু মূল রাজধানী নয়, দিল্লি-হরিয়ানার তিক্রি এবং সিংঘু সীমান্ত অভিমুখেও মিছিল করেন কৃষকরা। তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন বাহাদুরগড় এবং বল্লভগড়ে। সেখান থেকে এগিয়ে যান সীমান্তের দিকে। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, বাংলা-সহ সারাদেশের মোট ১০০টি স্থানেও প্রতিবাদে শামিল হন কৃষকরা। টিকরি সীমান্তে এদিন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় প্রতিবাদীদের। হরিয়ানার বাহাদুরগড় থেকে কৃষকরা টিকরি সীমান্তের দিকে এগোতে চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। কিন্তু দমানো যায়নি তাঁদের। ব্যারিকেড ভেঙে পতাকা হাতে দিল্লির দিকে এগিয়ে যান আন্দোলনকারীরা। প্রতিবাদীদের রুখতে ১৬৩ ধারা জারি করেছিল পুলিশ। কিন্তু তা উপেক্ষা করে পুলিশের অনুমতি ছাড়াই মন্দির মার্গ কালীবাড়ি থেকে যন্তর মন্তরের দিকে এগিয়ে যায় আন্দোলনকারীদের মিছিল। এদিনের আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্য হল, কৃষকদের সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া ছাড়াও এস আই আর প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতেও সরব হয়েছেন তাঁরা। সোচ্চার হয়েছেন বাদ পড়া ভোটারদের নাম তালিকায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে। দিল্লির প্রতিবাদ মিছিলে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন তো বটেই, সংহতি জানিয়ে অংশ নেন ছাত্র-যুবরাও।

এদিনের কৃষক আন্দোলনের নেপথ্যে মূল দাবিগুলো ছিল, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা চাই। প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করতে হবে। মকুব করতে হবে কৃষিঋণ। চারটি শ্রম কোড প্রত্যাহার এবং ফের মনরেগা চালু করা।

এনসিআর অঞ্চলেও বৃহস্পতিবার বের হয় কৃষক-মিছিল। উত্তরপ্রদেশে ৭৫টি জেলার সদর দফতরেই একযোগে বিক্ষোভ এবং অবস্থান করেন কৃষকরা। তামিলনাড়ুর ত্রিচিতে লাঙল ও গরু নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ করেন কৃষকরা। কৃষিঋণ মকুব এবং পর্যাপ্ত খরাত্রাণের দাবি জানান তাঁরা।

জয় ৭ বছরের আইনি লড়াইয়ে

জেট কর্মীদের ৪৮০ কোটি টাকা মেটানোর নির্দেশ ট্রাইবুনালের

নয়াদিল্লি: সাত বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে জয় পেলেন কর্মীরা। গ্রাহ্যই হল না ঋণদাতাদের আপত্তি। জেট এয়ারওয়েজের প্রাক্তন কর্মীদের বকেয়া গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড সুদ-সহ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল। বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৬, এই রায় ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিতে প্রাক্তন কর্মীরা।

ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, লিকুইডেটরকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই গোটা প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কর্মীদের পাওনা মোট অঙ্ক প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা। গ্র্যাচুইটির টাকা সরাসরি কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। আর পিএফের টাকা যাবে পিএফ অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মীর অ্যাকাউন্টে।



এর আগেই ট্রাইবুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছিল, কর্মীদের পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকা কোম্পানির লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়। তাই সাধারণ পাওনাদারদের সঙ্গে এই টাকা মেশানো যাবে না। আলাদা ভাবে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা মেটাতে হবে।

উল্লেখ্য, আর্থিক সংকটে ২০১৯ সালের এপ্রিলে বন্ধ হয়ে যায় জেট এয়ারওয়েজের বিমান চলাচল। কোম্পানিকে বাঁচানোর পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় ২০২৪ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাটিকে লিকুইডেশনে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তার পর থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য ঋণদাতাদের আপত্তিতে আটকে ছিল কর্মীদের পাওনা।

সুপ্রিম কোর্টে এসবিআইয়ের আবেদন খারিজ হওয়ার পরই এবার চূড়ান্ত নির্দেশ দিল এনসিএলএটি। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন জেটের কর্মীরা। মুক্তি পেলেন বঞ্চনা এবং অনিশ্চয়তা থেকে।

সৌরভের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার

সিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বিজেপির



নয়াদিল্লি : বিরোধীরা বলছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। ভয় পাচ্ছে বিজেপি। গান্ধীজয়ন্তীতে দাদারের শিবাজি পার্কে বিনা অনুমতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং দুই সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করেছে মুম্বই পুলিশ। বৃহস্পতিবার একজন পদস্থ পুলিশ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবারের শুরুতেই দিল্লি হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হলে সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে জারি হওয়া এই সার্কুলারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। গত ২৩ নভেম্বর দিল্লি বিমানবন্দরে সৌরভকে আটকানো হয়েছিল এবং তিনি ব্রিটেনে যাওয়ার অনুমতির জন্য দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত কোন মামলার ভিত্তিতে এই সার্কুলার জারি করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট ছিল না। ওই পুলিশ আধিকারিক বলেন, তাঁরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন—এমন আশঙ্কা থাকার কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে এলওসি জারি করা হয়েছে। গত ২ অক্টোবরের বিক্ষোভের ঘটনায় ৩ অক্টোবর এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার সাত সপ্তাহেরও বেশি সময় পর ২২-২৩ নভেম্বরের রাতে সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে এই লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয়। দাদারে বেআইনিভাবে জমায়েত করা এবং স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া এই এফআইআরে সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে, প্রণব আহিরে, আশুতোষ রাঙ্কা, অজিঙ্ক শিণ্ডে, সৌরভ দাস, আফরিন নওয়াজ, সৌম্য কোর্দে, অঙ্কিত ভরদ্বাজ, বিজয় মালাঙ্গি এবং যোগেশ ইংলে-সহ চারশোরও বেশি সমর্থকের নাম রয়েছে। সিজেপি-র 'চলো মুম্বই' শীর্ষক ২ অক্টোবরের ওই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এক বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করা হয়েছিল। অভিজিৎ দীপকে সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাও সেখানে ছিলেন। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টে সৌরভ দাসের আইনজীবী জানান, বিমানবন্দরে আটকানোর সময় সৌরভকে কোনও লুকআউট সার্কুলারের কথা জানানো হয়নি।

মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকার নির্দেশ খাড়্গের

নয়াদিল্লি: আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে যতই টানাপোড়েন থাকুক না কেন, শরিক দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলা যে মোটেই পছন্দ নয় কংগ্রেস নেতৃত্বের তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গো। দলের সাংসদ ইমরান মাসুদকে মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁকে রীতিমতো কড়া ভাষায় খাড়্গো বললেন, শুধু কথার ফুলঝুরি না ছুটিয়ে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে মন দেওয়াটাই জরুরি। আসলে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেস আর সপার মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষুব্ধ ইমরান মাসুদ। অখিলেশ যাদবের দলের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনায় মুখর বিভিন্ন জায়গায়। সংবাদমাধ্যমে মাসুদের একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা খাড়্গো বলেন, টিভিতে আমি প্রায়ই ইমরান মাসুদকে দেখি। ভীষণ আবেগের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু কথায় নয়, কাজে নজর দিতে হবে। আমরা যত একসঙ্গে কাজ করব ততই এগিয়ে যাব।

মায়াবতীর সঙ্গে কংগ্রেস?

লখনউ: একা লড়ার ভাবনা ছেড়ে মায়াবতীর সঙ্গে জোট গঠনে তৎপর হওয়া উচিত বলে বার্তা দিলেন সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ইমরান মাসুদ। লোকসভা সাংসদের স্পষ্ট কথা, এমন জোট হলে কংগ্রেসও তাতে শামিল হবে। তবে জোট গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে মায়াবতীকেই। লক্ষণীয়, প্রায় ৩০ বছর আগে ১৯৯৬ সালে অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস এবং বহুজন সমাজ পার্টির মধ্যে আসন সমঝোতা হয়েছিল। কংগ্রেসকে ১২৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছিল মায়াবতীর দল।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে সবসময়

বড় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ব্যাংককের তৈল শোধনাগার। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায় ব্যাংককের ব্যাং না এলাকার ফ্রা খানং তৈল শোধনাগারে। ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে আকাশে। কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভোটে এবার বড় ধাক্কা খেল গুজরাতের জাহাজভাঙার শিল্প

আলংয়ের দুই ইয়ার্ডকে অনুমোদনের বিরুদ্ধে রায়

নয়াদিল্লি: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধাক্কা খেল গুজরাতের জাহাজভাঙা শিল্প। মোদিরাজ্যের আলংয়ের দুটি জাহাজভাঙা ইয়ার্ডকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অনুমোদিত জাহাজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য কেন্দ্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই ভোটাভুটি ভারতের কেন্দ্রীয় জাহাজ চলাচল মন্ত্রক, গুজরাত মেরিটাইম বোর্ড (জিএমবি) এবং বিশ্বের প্রধান জাহাজ চলাচল সংস্থাগুলির সমর্থিত প্রচেষ্টার জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে গত ৪ নভেম্বর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের পরিবেশ, জলবায়ু ও খাদ্য নিরাপত্তা কমিটিও (ইএনভিআই) এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। মূলত আলং-সোসিয়া ক্লাস্টারের তিনটি প্লটে পরিচালিত 'ওয়াইএসআই রিসাইক্লিং সার্ভিসেস এলএলপি' এবং 'শ্রী রাম ভেসেল স্ক্র্যাপ প্রাইভেট লিমিটেড'—এই দুটি সংস্থাকে কেন্দ্র করেই এই আপত্তি উঠেছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় কমিশনকে এখন খসড়া প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে ইইউ-র সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাবের ওপর ভোট দেবে। আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে একটি প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। তার ঠিক আগে এই ঘটনায় আলংয়ের ঐতিহাসিক ইউরোপীয় স্বীকৃতি এবং ইইউ-র সবুজ তালিকার জন্য পরিদর্শনের অপেক্ষায় থাকা আরও ৩২টি জাহাজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লটের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল। গত ২২ জুলাই স্বাধীন পরিদর্শকদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইউরোপীয় কমিশন একটি খসড়া সিদ্ধান্ত জারি করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, ওই দুটি ইয়ার্ড ইইউ-র জাহাজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিধিমালা (এসআরআর) মেনে চলছে। বাণিজ্য দফতরের অতিরিক্ত সচিব দর্পণ জৈন প্রায় এক দশকের প্রচেষ্টার পর এই পদক্ষেপকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, এর ফলে ভারত ওই ব্লকের অনুমোদন পাওয়া প্রথম অ-ওইসিডি দেশ হতে পারত। বিশ্বের



বৃহত্তম জাহাজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য কেন্দ্র আলং-সোসিয়ার জন্য এই তালিকাভুক্তি ইইউ-র পতাকাবাহী পুরনো জাহাজ ভাঙার লাভজনক চুক্তির সরাসরি সুযোগ করে দিত। কমিশনের জনমত যাচাইয়ের সময় নয়াদিল্লি এই প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিল। গত ২৯ অগাস্ট কেন্দ্রীয় জাহাজ চলাচল মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিশনের খসড়া সংযুক্তির একটি বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ভারতীয় আইনে জাহাজ পুনর্ব্যবহার পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রক্রিয়ার অভাব রয়েছে বলে ইউরোপীয় কমিশন যে দাবি করেছিল, ভারত তাকে খারিজ করে দেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির উল্লেখ করে। ইউরোপের মূল আপত্তির জবাবে ভারত যুক্তি দেয় যে, জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে অবস্থিত হওয়াই বিধি লঙ্ঘনের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়; বরং প্রতিটি ইয়ার্ডের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কাজের পদ্ধতি মূল্যায়ন করে ইইউ-র সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। গুজরাতের রাজ্য প্রশাসন ও শিল্পমহলও কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ৩০ অগাস্ট গুজরাত মেরিটাইম বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি ইয়ার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেয়। অন্যদিকে, শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (ইন্ডিয়া) আলাং জুড়ে নিরাপত্তা ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর দফতর, বন্দর-জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রক, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং এবং জিএমবি-র সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করে। তবে এই আশ্বাস পরিবেশবাদী কর্মী ও ইউরোপীয় আইনপ্রণেতাদের মন গলাতে পারেনি।

বিতর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল 'বিচিং' পদ্ধতি, যেখানে জাহাজ ভাঙার জন্য জোয়ারের সময় উপকূলীয় কাদামাটিতে তুলে দেওয়া হয়। বেলজিয়ামের অলাভজনক সংস্থা 'শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম' এই ভোটকে স্বাগত জানিয়ে দাবি করেছে, এই পদ্ধতিতে ইইউ-র নিয়ম মানা অসম্ভব। ইইউ-র নিয়ম অনুযায়ী, তেল চুঁইয়ে পড়া রোধ এবং ভারী ধাতুসহ বিপজ্জনক বর্জ্য সামলানোর জন্য কার্যকর নিকাশি ব্যবস্থাসহ অভেদ্য মেঝে থাকা বাধ্যতামূলক। গত অক্টোবরে সাতটি ইইউ সদস্য রাষ্ট্রের প্রশ্নের জবাবে কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, জাহাজের কাঠামো অক্ষত থাকলে এবং ইয়ার্ড কঠোর নিয়ম মানলে প্রাথমিক কাটার সময় জাহাজের খোলই বর্জ্য আটকে রাখতে পারে। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের ইয়ার্ডের ওপর ঢালাও নিষেধাজ্ঞা না চাপিয়ে কমিশনের স্বাধীন পরিদর্শকরা শ্রমিক নিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিরিখে কেন্দ্রগুলি মূল্যায়ন করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে ওয়াইএসআই ও শ্রী রাম উভয় সংস্থাই পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। ভোটাভুটির ঠিক আগে গত ২৪ নভেম্বর বিমকো, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং, ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিল এবং ইউরোপীয় শিপওনার্সসহ বিশ্বের আটটি প্রধান জাহাজ চলাচল সংস্থা একটি খোলা চিঠিতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের (এমইপি) স্বাধীন পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানায়। তাদের যুক্তি ছিল, ভারতীয় ইয়ার্ড দুটি তালিকাভুক্ত হলে বড় জাহাজ পুনর্ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু তার পরদিনই ৩৭৭-২১৪ ভোটে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি গৃহীত হয়। ২৪ জন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন।

ভারতে নিট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে রেকর্ড পতন, ১৫ বছরে সর্বনিম্ন

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে নিট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিআই) ৪.৯ বিলিয়ন ডলারের বহিঃপ্রবাহ (আউটফ্লো) রেকর্ড করা হয়েছে, যা আগের মাসের ৩.৩ বিলিয়ন ডলারের নিট অন্তঃপ্রবাহের (ইনফ্লো) তুলনায় অনেকটাই বিপরীত চিত্র। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বুলেটিন উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আরবিআই জানিয়েছে, মোট অন্তঃপ্রবাহ কমে যাওয়ার পাশাপাশি বিদেশি সংস্থাগুলোর মূলধন প্রত্যাহার (রিপ্যাট্রিয়েশন) এবং ভারতীয় সংস্থাগুলোর বিদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে সেপ্টেম্বরে নিট এফডিআই হ্রাস পেয়েছে। সেপ্টেম্বরে ভারতে মোট এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ ছিল ৫.৯ বিলিয়ন ডলার, যার বিপরীতে মূলধন প্রত্যাহার ও বিলগ্নীকরণের পরিমাণ ছিল ৬.৫ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে নিট প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বহিঃপ্রবাহ দাঁড়ায় ৫৩৮ মিলিয়ন ডলারে। এর পাশাপাশি ওই মাসে ভারতীয় সংস্থাগুলো বিদেশে ৪.৪ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করায় মোট নিট এফডিআই বহিঃপ্রবাহ ৪.৯ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। আরবিআই-এর প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে যে, গত ১৫ বছরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। ২০১১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আরবিআই-এর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেপ্টেম্বরের ৪.৯৫ বিলিয়ন ডলারের মতো এত বড় মাসিক নিট এফডিআই বহিঃপ্রবাহ ভারত আগে কখনো দেখেনি। এর আগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বহিঃপ্রবাহ ছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, যার পরিমাণ ছিল ২.৬৯ বিলিয়ন ডলার।

মোট এফডিআই থেকে বিদেশি সংস্থাগুলোর প্রত্যাহার করা বিনিয়োগ এবং ভারতীয় সংস্থাগুলোর বিদেশে করা বিনিয়োগ বাদ দিয়ে নিট এফডিআই-এর হিসাব করা হয়। বিদেশি সংস্থাগুলোর এই মূলধন প্রত্যাহার মুনাফা, লভ্যাংশ বা সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে হতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অর্থ তুলে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশে বিনিয়োগ বাড়ার কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতে নিট এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ কমে ০.৯৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল এবং ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হওয়া অর্থবর্ষেও তা কম থেকে ৬.৯৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পঙ্কজ চৌধরী জানিয়েছিলেন যে, নিট এফডিআই অন্তঃপ্রবাহের সাম্প্রতিক প্রবণতা মূলত বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাড়তি অর্থ প্রত্যাহার বা বিলগ্নীকরণ এবং ভারতীয় সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (ওডিআই) সাথে সম্পর্কিত।

পাক মাটিতেই জঙ্গি ঘাঁটি, জইশ কমান্ডারের মন্তব্য

ইসলামাবাদ: পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়েই জঙ্গি কার্যকলাপের কথা স্বীকার করল জইশ-ই-মহম্মদের এক শীর্ষ কমান্ডার। শুধু তাই নয়, জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর যোগাযোগের কথাও প্রকাশ্যে আনল সে। ইসলামাবাদের এক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির এই বক্তব্য ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। এতদিন ভারতের তরফে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠলেই প্রমাণ চেয়ে সরব হয়েছে ইসলামাবাদ। এবার সেই পাকিস্তানের মাটিতেই এক জঙ্গি কমান্ডারের মুখে উঠে এল সেই দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গি পরিকাঠামোর অস্তিত্ব এবং নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের কথা।

সিনেস্কোপ

27 November, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে সুমন ঘোষ পরিচালিত নতুন ছবি ‘ফ্যামিলিওয়ালা’। অভিনয়ে শিবপ্রসাদ, অনুসূয়া, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্তা, সুজয়প্রসাদ, লিলি। একই দিনে মুক্তি পাবে শাহরুখ খানের ‘কিং’



ইয়ে প্রেম মোল লিয়া

বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে সুরজ বরজাতিয়া পরিচালিত রাজশ্রী প্রোডাকশনসের রোম্যান্টিক পারিবারিক ছবি ‘ইয়ে প্রেম মোল লিয়া’। অ্যাকশন ছবির যুগে আয়ুষ্মান-শর্বরী অভিনীত মিষ্টি প্রেমের ছবিটি আশা করি সাফল্য পাবে। লিখলেন অংশুমান চক্রবর্তী



বরাবরই পরিচ্ছন্ন রোম্যান্টিক ছবি উপহার দিয়ে আসছে রাজশ্রী প্রোডাকশনস। জাঁকজমকপূর্ণ পারিবারিক বিনোদন, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং ইতিবাচক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ছবিগুলো বলিউডে তৈরি করেছে একটি নিজস্ব ঘরানা। দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এই প্রযোজনা সংস্থার পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট, যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। তারাচাঁদ বরজাতিয়া ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সময়ে সংস্থার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁর পৌত্র সুরজ বরজাতিয়া। ‘ম্যায়নে প্যার কিয়া’, ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’, ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবি তিনি পরিচালনা করেছেন। সলমন খানকে বলিউডের সুপারস্টার বানিয়েছেন তিনিই। পরবর্তী সময়ে সুরজের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে ‘ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ’, ‘বিবাহ’, ‘প্রেম রতন ধন পায়ো’, ‘উঁচাই’। প্রতিটি ছবিই মূলত রুচিশীল পারিবারিক কাহিনির উপর আধারিত।

বহু বছর পর সুরজ বরজাতিয়া নিয়ে এসেছেন নতুন রোমান্টিক পারিবারিক ছবি ‘ইয়ে প্রেম মোল লিয়া’। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রেমের গল্প। বার্তার দিক থেকে দেখতে গেলে, এটা সুরজ পরিচালিত প্রগতিশীল ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারণ, এর আগে তাঁর বেশিরভাগ ছবিতেই একান্নবর্তী পরিবারের একসঙ্গে বেঁধে-বেঁধে থাকার গল্প উঠে এসেছে। কিন্তু এই প্রথম তিনি এমন একটা গল্প বলার চেষ্টা করেছেন, যা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সমাজে একটা রীতি আছে, বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয়। ছবিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে, এইধরনের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। বরং দুই পরিবারের মধ্যে এমন একটা সমতা থাকবে, যেখানে জামাইও সমান ভাবে দায়িত্ব নেবেন। একই ভাবে পুত্রবধূও পাবেন নিজের প্রাপ্য সম্মান ও স্বাধীনতা।

ছবির মূল গল্প দানা বেঁধেছে একজন সঙ্গীতশিল্পীকে ঘিরে। তাঁর নাম প্রেম। তিনি প্রেমে পড়েন পূর্বা নামের এক নম্র ও ভদ্র তরুণীর। বিয়ের প্রস্তাব দেন। তবে পূর্বা নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজি নন। তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন, বিয়ের পরে নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। তা হলে এই পরিস্থিতিতে বিয়েটা সম্ভব হবে কীভাবে? এখানেই প্রেম একটা সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভাবেন, মেয়েটি যদি নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে না পারেন, তা হলে তিনি নিজেই কেন মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারেন না? তাঁর প্রশ্ন, ভারতের সংবিধানে কোথায় লেখা আছে, কিংবা বেদ-পুরাণের কোথায় বলা হয়েছে যে, বিয়ের পরে শুধু মেয়েকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে? এটাই এই ছবির মূল বক্তব্য। কী ভাবে দুজন মানুষ একসঙ্গে একটা পরিবার গড়ে তুলতে পারেন, কী ভাবে দুজনে মিলে সম্পর্কটাকে সুন্দর ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সেই গল্পই বলেছে সুরজের এই ছবি। ভারতীয় বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান, সংগীত, মেহেন্দি এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের জাঁকজমকপূর্ণ উপস্থাপনা ছবির অন্যতম বড় আকর্ষণ। কোনও ধরনের অশ্লীলতা বা অতিরিক্ত সহিংসতা নেই, পরিবারের ছোট-বড় সবাই যাতে একসঙ্গে বসে ছবিটা দেখতে পারেন, সেইদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে।





প্রেম চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বরাবরই নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজের প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করেছেন। খুব স্বাভাবিক ভাবে, অনায়াসে এই ধরনের চরিত্রগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে পর্দায় বুনে দেন। এই ছবিতেও তিনি নিজের মতো করে রাজশ্রীর আইকনিক প্রেম চরিত্রটিকে একটা নতুন মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন বর্তমান সময়ের সঙ্গে। সেই কারণেই এই ছবির জন্য তিনি একেবারে যথাযথ। অতুলনীয়। পূর্বার চরিত্রে অভিনয় করেছেন শর্বরী। অদ্ভুত স্নিগ্ধতা রয়েছে তাঁর মধ্যে। নরম চাহনি, স্মিত হাসি ছড়িয়ে তিনি ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছেন পারফেক্ট ‘রাজশ্রী হিরোইন’।

আয়ুষ্মান এবং শর্বরী ছাড়াও এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অনুপম খের, সুপ্রিয়া পাঠক, সীমা পাহওয়া, সৌম্যা ট্যান্ডন, সানন্দ কিরকিরে, শ্রুতি শেঠ, শাদ রান্ধাওয়া, গিরিশ কুলকার্নি, রাজেশ কুমার প্রমুখ। রাজশ্রী প্রোডাকশনসের পাশাপাশি মহাবীর জৈন ফিল্মস রয়েছে যৌথ প্রযোজনায়। সঙ্গীত পরিচালনায় হিমেশ রেশমিয়া। তাঁর সুরারোপিত গানগুলো অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীতের ছোঁয়াযুক্ত। ইতিমধ্যেই জয় করেছে শ্রোতাদের মন। বলা যায়, বহু বছর পর বলিউডের কোনও ছবির গান এতটা সাড়া জাগিয়েছে। শ্রেয়া ঘোষাল ও নিহাল তৌরোর গাওয়া টাইটেল গানটি মুখে মুখে ফিরছে। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে যশরাজ ফিল্মস।

‘ইয়ে প্রেম মোল লিয়া’ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে আজ। অ্যাকশন-থ্রিলার ছবির যুগে মিষ্টি প্রেমের পারিবারিক ছবিটি আশা করি বক্স অফিসে সাফল্য পাবে।

জাগোবাংলা
মাঠে ময়দানে
27 November, 2026 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in
১৩
২৭ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার



অ্যাসিস্ট এবং ক্লিন-শিট, জয়ের পর লিভারপুল গোলকিপার অ্যালিসন বেকার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



ঘরের মাঠে ম্যান ইউয়ের হয়ে ম্যাচ খেলে উঠে স্পোর্টিং লিসবনের তরফে উপহার পেলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।



চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম পয়েন্ট নষ্টের পর হতাশ পিএসজির ফুটবলাররা।



শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ সেমিফাইনালে বৈভব-অভিষেক ঝড়।



বার্সেলোনার চতুর্থ গোলের পর গ্যাব্রিয়েল জেসুসের সেলিব্রেশন।



অ্যাসিস্ট এবং ক্লিন-শিট, জয়ের পর লিভারপুল গোলকিপার অ্যালিসন বেকার।



এই আত্মঘাতী গোলেই হার বায়ার্নের, ভুলের পর হতাশ পাভলোভিচ।



আইএসএলে জন আব্রাহামের নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সমর্থক এখন নোরা ফতেহি। জার্সি নিয়ে দুই তারকা।

মাঠে ময়দানে
27 November, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

কল্যাণীতে কোচবিহার ট্রফিতে বাংলা ৪ উইকেটে ৩২২ রান তুলেছে। অভিপ্রায় বিশ্বাস ৯৬ ও রাজেশ মণ্ডল ৯৪ নট আউট



হেরে বিদায় বৈভবদের

ভারত এ ৩১৭/৮ (২০ ওভার)
শ্রীলঙ্কা এ ৩১৮/২ (৪১.৩ ওভার)

দোহা, ২৬ নভেম্বর : বৈভব সূর্যবংশীর ৫২ বলে ডাবল সেঞ্চুরির সুবাস হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ল তিলক ভার্মার দল। বৃহস্পতিবার দোহাতে রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে ৮ উইকেটে হেরে গেল ভারত এ। প্রথমে ব্যাট করে ভারত করেছিল ৩১৭/৮। জবাবে শ্রীলঙ্কা এ ৫৭ বল বাকি রেখে সেই রান তুলে দিয়েছে। এর ফলে তারা উঠে গেল ফাইনালে।

তিনশো তাড়া করতে গেলে ভাল শুরু করা দরকার। সিংহলিরা সেটাই করেছে। ওপেনিং জুটিতে উঠেছে ১৭৪ রান। এই রানে প্রথম উইকেট পড়ার পর দ্বিতীয় উইকেট পড়ে ২৬৫ রানে। ততক্ষণে ফাইনালের রাস্তাও পরিষ্কার করে ফেলেছিল পবন রত্নায়েকের দল। দুই ওপেনারই এদিন সেঞ্চুরি করেছেন। লাসিথ ক্রসপুলি ১১৬ ও সিনেথ জয়বর্ধনে ১০৫ রান করেন। পরে নিশান ফার্নান্দো ৫৮ ও রত্নায়েকে ৩১ নট আউট থেকে শ্রীলঙ্কাকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। শ্রীলঙ্কার দুটি উইকেট নেন হর্ষিত রানা ও শাহবাজ আমেদ।

এদিন তিলক ভার্মা টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর আর একটা বৈভব শো হতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে আটকে গেল। বৈভব আর অভিষেক শর্মা স্রেফ ৮ ওভারে ৮০ রান তুলে ফেলার পর ভারতের প্রথম উইকেট পড়েছে। বৈভব আউট হয়ে যায় ২৭ বলে ৪০ রান করে। অভিষেক অবশ্য এরপরও চালিয়ে যান। ৬৩ বলে তিনি ৭৮ রান করেছেন। এরপর তিলক ৬৬ বলে ৫৩ রান করেন। পাকিস্তান ম্যাচে তিলকের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। তিনি রান করলেও স্লো ব্যাটিংয়ের সমালোচনা হয়েছে। বৃহস্পতিবারও রানের থেকে তিলক বেশি বল খেলেছেন। ভাল শুরু করেও ভারত কিন্তু পরে লাগাতার উইকেট হারিয়েছে। একটা ভাল পার্টনারশিপ হলে আরও রান বেশি হত। ভারত তবু ৫০



অভিষেকের রান কোনও কাজে এল না।

ওভারে ৮ উইকেটে ৩১৭ রান করেছিল। শেষদিকে অলরাউন্ডার শাহবাজ ৪৮ বলে ৫৪ করে নট আউট থেকে যান। তনুষ কোটিয়ান ২৮ রান করেন। কিন্তু পরে দেখা গেল জেতার জন্য এই রান যথেষ্ট ছিল না। বোলাররা তিনশো রান ডিফেন্ড করতে পারেননি।

আজ জয়ের হ্যাটট্রিক চান ফাজিলারা

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে (আইডব্লুএল) জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। গত দুই মরশুমে চ্যাম্পিয়ন মশাল গার্লস এবার টানা তৃতীয়বার আইডব্লুএল জয়ের লক্ষ্যে ছুটছে। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে শুক্রবার কল্যাণীতে বিবিএফসি গাড়ওয়াল ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে খেলবেন ফাজিলা ইকওয়াপুট, সুলঞ্জনা রাউলরা। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিগে শীর্ষে রয়েছে। তার ঠিক পরেই দু'নম্বরে রয়েছে বিবিএফসি গাড়ওয়াল। তিন ম্যাচ খেলে তাদের ৪ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, প্রতিপক্ষ বেশ ভাল দল। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শহরে আন্তর্জাতিক রেগাটা : ১-৫ ডিসেম্বর কলকাতা রোয়িং ক্লাবে অনুষ্ঠিত হতে চলা আন্তর্জাতিক প্রীতি রেগাটায় ছ'টি দেশের শতাধিক পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী অংশ নেবেন। ওপেন, মাস্টার্স ও সুপার মাস্টার্স—এই তিন বিভাগে হবে প্রতিযোগিতা।

বাগানে ডার্বির অঙ্কে মিগুয়েল

প্রতিবেদন : গত ১৬ অক্টোবর আইএসএলে দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা। সবকিছু ঠিক থাকলে চোট সারিয়ে উঠে ৪৩ দিন পর সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলেছেন মোহনবাগানের ব্রাজিলীয় তারকা। সেটা ডার্বিতেই। রবিবার চলতি মরশুমের আইএসএলে প্রথম ডার্বি। মিগুয়েলকে রেখেই বড় ম্যাচের মহড়া সারছেন মোহনবাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে শীর্ষে থাকা সবুজ-মেরুন ডার্বি জিতে আরও এগিয়ে যেতে মরিয়া।





মিগুয়েল ও আপুইয়া

গত দু'দিনের অনুশীলনে দলের সঙ্গেই পুরোদমে ডার্বির প্রস্তুতি সারেন মিগুয়েল। চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে দলের মাঝমাঠ খুবই নড়বড়ে দেখিয়েছে। সামির জেলকোভিচ ভরসা দিতে পারছেন না। দেজান দ্রাজিচ ধারাবাহিক নন। ফলে রক্ষণে চাপ বাড়ছিল। তাই নম্বর টেন পজিশনে মিগুয়েল থাকলে মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। ডার্বিতে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে আপুইয়ার পাশে অনিরুদ্ধ থাপা সম্ভবত শুরু করবেন। মিগুয়েলের সামনে আপফ্রন্টে যথারীতি জেমি ম্যাকলারেন থাকবেন।

দুই উইংয়ে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ও দ্রাজিচ শুরু করতে পারেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আলবার্তো রডরিগেজ ও রাহুল ভেকে থাকছেন। দুই সাইড ব্যাকে কোচের হাতে বিকল্প রয়েছে। তবে লেফট ব্যাকে শুভাশিস বসু এবং রাইট ব্যাকে অভিষেক সিং ও মেহতাবের মধ্যে একজন শুরু করতে পারেন। অনুশীলনে রক্ষণ মেরামতের পাশাপাশি মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোর প্রস্তুতিও সারছেন মোহনবাগান কোচ। পাশাপাশি জোর দেওয়া হচ্ছে সেট পিস ও উইং প্লে-তেও।

চাহারের ধাক্কায় বাংলার বিদায়

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টের সুপার লিগে যেতে পারল না বাংলা। গ্রুপের শেষ ম্যাচে তারা রাজস্থানের কাছে হেরে গেল ৬ উইকেটে।

হারের দায় ব্যাটারদেরই নিতে হবে। কারণ এদিন অভিজ্ঞ পেসার দীপক চাহারকে কেউ খেলতে পারেনি। শুধু শাকির হাবিব গান্ধী ছাড়া। তিনি মিডল অর্ডারে নেমে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৩ বলে ৬৯ রান করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল তরুণ শাকির যেটা পারলেন সেটা বাকিরা পারলেন না কেন? পারলে গ্রুপ থেকেই বিদায় নিতে হত না বাংলাকে। রাজস্থান ২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে নক আউটে উঠে গেল।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এদিন সকালের ম্যাচে বাংলা প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৭ রান। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ২৬, করণ লাল ২৮ রান করেছেন। কিন্তু সেট হয়েও তাঁরা রানকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। করণ অবশ্য রান আউট হয়েছেন। অভিষেক পোড়েল ০, আদিত্য পুরোহিত ১, শশাঙ্ক সিং ২, ঋষভ চৌধুরি ০, প্রদীপ্ত প্রামানিক ১১, মহম্মদ শামি ১২ রানে ফিরে গিয়েছেন। ভারতীয় দলে খেলা পেসার দীপক চাহার ১৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বাংলার ব্যাটিংকে শেষ করে দেন। এছাড়া আরাফত খানও ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেন। রাহুল চাহার কোনও উইকেট পাননি। পরে রাজস্থানের মহীপাল লোমরোর ও অভিজাৎ টোমার দুজনেই ৭৪ রান করে দলকে জিতিয়ে দেন।

রঞ্জিতেও ভাল শুরু করে মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে বাংলা বেশ চাপে রয়েছে। এই টুর্নামেন্ট অবশ্য আপাতত বন্ধ আছে বোর্ডের সাদা বলের টুর্নামেন্টের জন্য। ফেব্রুয়ারিতে আবার রঞ্জি শুরু হবে। মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে বাংলা প্রথম ম্যাচে কর্নাটকের কাছে হেরেছিল। হারতে হয়েছিল বরোদার কাছেও। তবু করণ-ঋষভদের মতো তরুণদের জন্য বাংলা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যে ম্যাচে জেতার দরকার ছিল, তাতেই হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন অভিমন্যুরা।

কবে বিশ্বকাপ, আর ভাবি না

দরকারে লাল বলেও খেলব : শামি



মুম্বই, ২৬ নভেম্বর : ২০২৭-এ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। পরের বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। কিন্তু মহম্মদ শামি জানালেন, তিনি এখন আর এসব নিয়ে ভাবেন না। শুধু নিজের খেলায় মন দেন। ছন্দে থাকতে চেষ্টা করেন। যাতে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে খেলতে পারেন। এবারই শামি আইপিএলএ রাজস্থানে খেলবেন।

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে শামি বলেছেন, আমি আর এই বিশ্বকাপ, ওই বিশ্বকাপ এভাবে দেখি না। এসব বন্ধ করে দিয়েছি। আমি এখন নিজের খেলায় মন দিই। ওঁরা (নির্বাচকরা) যা ভাল বুঝবেন করবেন। আমার কাজ হল নিজেকে ছন্দে রাখা। যাতে অন্তত রাজ্য দল ও আইপিএলে খেলতে পারি। শামি জানান, যতদিন ক্রিকেট উপভোগ করতে পারব ততদিন খেলে যাব। এখনও আমি এই খেলাটা উপভোগ করছি। আমি খেললে তরুণরা উপকৃত হবে। কারণ, অভিজ্ঞতা একটা বড় ব্যাপার। তুমি কোথায় খেলছ সেটা বড় ব্যাপার নয়। আমি মনে করি তুমি যা জান তা তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

শামি পরিষ্কার জানিয়েছেন এখনই বুটজোড়া তুলে রাখার পরিকল্পনা নেই। তাঁর কথায়, রিটায়ারমেন্টের কথা বলে সাদা বলে খেলছি না। আমি আগেই বলেছি সাদা বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাব। দরকার হলে ফিটনেসের জন্য লাল বলের ক্রিকেটও খেলব। তাতে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ১৫-২০ বছর ধরে যে রুটিনে ছিলাম এখনও তাতেই আছি। আমি শরীরের কথা ভেবে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। আমার সেটাই ঠিক মনে হয়েছিল। আমি ফিট আছি। ভাল খেলছি। তাই আনন্দ সহযোগে সাদা বলের ক্রিকেট খেলব। শরীরকে বেশি ধকল দেওয়া ঠিক হবে না।

চনমনে দানি, রক্ষণ মেরামতে ব্যস্ত হাবাস



প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ঐতিহাসিক জয়ের পর কলকাতা ডার্বির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আল হুসেইনকে হারানোর পরের দিন ফুটবলারদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। বৃহস্পতিবার মোহনবাগান ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলি-হীন রক্ষণ মেরামতে ব্যস্ত লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ।

আল হুসেইনের বিরুদ্ধে চোট পেয়েছিলেন দানি রামিরেজ। তবে বুধবারই টিম সূত্রে জানা গিয়েছিল, স্প্যানিশ অ্যাটাকারকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বৃহস্পতিবার অনুশীলনেও দানিকে চনমনে দেখিয়েছে। বল পায়ে চুটিয়ে অনুশীলন করেন। ডার্বিতে শুরু থেকেই হয়তো খেলবেন।

চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে আনোয়ার-হীন রক্ষণ পাঁচ গোল হজম করেছিল। আল হুসেইন ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে দল জিতলেও রক্ষণে দিয়েগো জিভুলিচ, লালচুংনুঙ্গা, সন্দীপ মান্ডিরা কোনওক্রমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। কিন্তু ডার্বি সম্পূর্ণ আলাদা মঞ্চ। সেখানে মোহনবাগানের শক্তিশালী আক্রমণভাগকে রুখতে প্ল্যান 'এ', 'বি' তৈরি থাকা চাই। হাবাস সেটাই করছেন।

ইস্টবেঙ্গলের ঘরের ছেলে প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, এএফসি ম্যাচে কোনও চাপ থাকে না। ডার্বি আলাদা। এখানে আনোয়ার আলি, এডমুন্ডের না থাকা ফ্যাক্টর হতেই পারে। শুধু দু'দলের গোলকিপারের পরীক্ষা নয়, পরীক্ষা সবার।



কেমন হবে ক্রাইস্টচার্চের উইকেট? কিউরেটর জেডেন টোহিল বললেন এখানে অত সহজ উইকেট হবে না

ম্যান ইউ, পিএসজির পয়েন্ট নষ্ট, হার বায়ার্ন মিউনিখের



ম্যাচের পর ব্রুনোর সঙ্গে পোচেত্তিনো।

লিসবন, ২৬ নভেম্বর : নাটকীয় ম্যাচে জয় অধরাই থেকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। নতুন কোচ মরিসিও পোচেত্তিনো দুই ম্যাচ খেলে জয়হীন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্পোর্টিং লিসবনের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ২-২ ড্র করল ম্যান ইউ। একই ফল প্যারিসে। ঘরের মাঠে রোমার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে আটকে গেল গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। ফলে প্রতিযোগিতায় লুইস এনরিকের দলের টানা জয়ের দৌড় থামল। পাঁচ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে এখন রিয়াল মাদ্রিদ। সমসংখ্যক ম্যাচে দু'পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে পিএসজি।

ম্যান ইউয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই প্রথম জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন পোচেত্তিনো। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও ব্রুনো ফার্নান্ডেজের জোড়া গোলে ম্যাচের শেষ পর্বে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল পোচেত্তিনোর দল। কিন্তু ৮০ মিনিটে গোলকিপার সেনে লামেন্সের একটি মারাত্মক ভুলে সমতা ফেরায় স্পোর্টিং। উঁচু বল ধরতে গিয়ে হাত ফস্কে যায় তাঁর। সেই সুযোগে লুইস সুয়ারেজের ভলি জালে জড়িয়ে যায়। গোটা ম্যাচেই ভুলের ছড়াছড়ি। পেনাল্টি হয়েছে তিনটি, একটি লাল কার্ড। সুয়ারেজের সমতাসূচক গোলের পরেও নাটক বাকি ছিল। কর্নার থেকে আসা বল নিজের গোলেই পাঠিয়ে দেন স্পোর্টিং গোলকিপার। ভিএআর দেখে গোলকিপারকে ফাউল করার কারণে গোলটি বাতিল করেন রেফারি।

অন্যদিকে, চোটে ছিটকে যাওয়া হ্যারি কেনকে না পাওয়ার খেসারত দিতে হল বায়ার্ন মিউনিখকে। লিলের কাছে ১-২ গোলে অপ্রত্যাশিত হার জার্মান চ্যাম্পিয়নদের। ফলে শেষ ষোলোয় সরাসরি জায়গা পাওয়ার লড়াই কঠিন হল বায়ার্নের জন্য। তবে জয় পেয়েছে লিভারপুল। ক্লাব ব্রুগের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতল তারা।

উবের কাপে চোখ সিন্ধুর



নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : ২০২৬-এর টমাস ও উবের কাপ হবে ভারতে। ২০১৪-তে দিল্লিতে উবের কাপে ভারত ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। পিভি সিন্ধু সেই দলে ছিলেন। ১৪ বছর পর টুর্নামেন্ট আবার ভারতে ফিরছে। সিন্ধু আশাবাদী সতীর্থদের সঙ্গে পোডিয়ামে উঠবেন। তাঁর কথায়, ২০১৪-তে ব্রোঞ্জ পেয়ে খুব গর্ব হয়েছিল। আবারও সতীর্থদের সঙ্গে পোডিয়ামে উঠতে চাই। ভারতীয় দর্শকদের সামনে ট্রফি তুলে ধরতে পারলে সেটা আমার জীবনে সবথেকে গর্বের মুহূর্ত হবে। এই বছর দিল্লিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল। সিন্ধু বলেন, অন্য দেশের প্লেয়াররা আমাকে বলেছিল সেই পরিবেশ তাঁদের খুব ভাল লেগেছিল। সিন্ধু বলেছেন, ২০২৮ হল অলিম্পিক বছর। তরুণ খেলোয়াড়রা ভারতীয় দলকে দেখে উজ্জীবিত হবে।

ফাইনালের লক্ষ্যে আজ দীপিকারা



ভোপাল, ২৬ নভেম্বর : শেষ দু'টি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। এবার সালিমা টেট, দীপিকাদের কাছে হ্যাটট্রিকের হাতছানি। তার আগে শুক্রবার ভোপালে সেমিফাইনালে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে হবে। তবে ভারতের মেয়েরা যে ছন্দে রয়েছেন, তাতে অঘটন না ঘটলে খেতাবি লড়াইয়ে নামাটা নিশ্চিত মারিনের দলের।

রাউন্ড-রবিন লিগে পাঁচটি ম্যাচই জিতে অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। দলের আক্রমণ ও রক্ষণভাগ ধারাবাহিকভাবে ভরসা দিচ্ছে। ফরোয়ার্ড দীপিকা আটটি গোল করেছেন। যার মধ্যে থাইল্যান্ড ও চিনের বিরুদ্ধে জোড়া হ্যাটট্রিক রয়েছে।

দীপিকার সঙ্গে ভারতের আক্রমণের ধার বাড়াচ্ছেন লালরেমসিয়ামি, নবনীত কৌর, সাক্ষী রানারা। ভারতের কোচ মারিন বলেছেন, আমরা জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে চাই। এখনও অনেক জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। লক্ষ্য আমাদের খেতাব ধরে রাখা। মালয়েশিয়া চতুর্থ স্থানে শেষ করে শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে চমক দিতে প্রস্তুত তারা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

চোটে ছিটকেই গেলেন সিনার

রোম, ২৬ নভেম্বর : আশঙ্কা ছিলই, সেটাই সত্যি হল। হাঁটুর চোটের অস্ত্রোপচারের কারণে ২০২৭ সালের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারবেন না জানিক সিনার। বৃহস্পতিবার এ কথা নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আয়োজকরা। টেনিস অস্ট্রেলিয়ার প্রধান অ্যান্ড্রু আবদো জানিয়েছেন, সিনারের টিমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর জানুয়ারিতে মেলবোর্নে খেলতে আসছেন না ইতালির তারকা। আবদো বলেছেন, মেলবোর্নে খেলতে ভালবাসে সিনার। ২০২৮ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। দ্রুত সুস্থ হয়ে কোর্টে ফিরুক, এটাই আমরা চাই। গত মঙ্গলবার সিনার জানিয়েছিলেন, ডান হাঁটুর সমস্যার কারণে তাঁকে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। তবে তাঁর কথায়, অস্ত্রোপচারটি ছোটখাটো। কিন্তু সেদিন নিশ্চিত করেননি যে তিনি বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলতে পারবেন না।

গর্ডনের জোড়া গোল, বার্সার চার



গর্ডনের গোলের উৎসব।

বাকু, ২৬ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিগে দাপট ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের। আগের দিন রাতে রিয়াল মাদ্রিদের জুড বেলিংহ্যামের বিস্ময়-গোলে মুগ্ধ হয়েছিল বিশ্ব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জ্বলে উঠলেন অ্যান্টনি গর্ডন। সাবাহ এফকে-র বিরুদ্ধে লামিনে ইয়ামাল-হীন বার্সেলোনার ৪-১ জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করে নায়ক তিনি। পাঁচ ম্যাচে চতুর্থ জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চারে বার্সা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবারই অভিষেক হয়েছে আজারবাইজানের ক্লাবটির। প্রথমার্ধে হেভিওয়েট বার্সার বিরুদ্ধে লড়াকু ফুটবল খেলেছে সাবাহ। চোটের কারণে রদ্রি ও ইয়ামাল ছিলেন না। প্রথম একাদশে ছিলেন না রাফিনহাও। ঘরের মাঠে শুরুতে বেশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে সাবাহ। একটি শট বার্সার ক্রসবারে লেগে ফেরে। তবে ম্যাচের ৩১ মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সা। করিম আদেয়েমির ক্রস সহজ ট্যাপ-ইনে ১-০ করেন গর্ডন।

বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গর্ডন। এরপর ৯ মিনিটের ব্যবধানে আরও দু'গোল হজম করে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় সাবাহ। ৫৫ মিনিটে ৩-০ করেন আদেয়েমি। ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে বক্সে জটলার মধ্যে বল জালে জড়িয়ে চতুর্থ গোলটি করেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস।

রোনাল্ডোর ভাল বিদায় চান পেপ

মাদ্রিদ, ২৬ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ারের সমাপ্তি যেন বিতর্ক দিয়ে শেষ না হয়, পর্তুগালের কিংবদন্তিকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিদায় জানানো উচিত বলে মনে করেন পেপ গুয়ার্দিওলা। জাতীয় দলের সঙ্গে রোনাল্ডোর শেষ দিনগুলিতে তৈরি হওয়া মতবিরোধ ভুলে, তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনকে বার্তা দিয়েছেন পেপ। ব্রাজিলীয় তারকা রোমারিওর ইউটিউব চ্যানেলে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, ক্রিশ্চিয়ানো এভাবে বিদায় নিতে পারে না। পর্তুগাল জাতীয় দলও ওকে এভাবে বিদায় দিতে পারে না। ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। বিষয়টি শুধু পর্তুগাল ও ক্রিশ্চিয়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পর্তুগালের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফুটবলারদের কাছেও ওর গুরুত্ব অপরিসীম। বুঝতে হবে ক্রিশ্চিয়ানোকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়েই বিদায় জানানো উচিত। তিনি আরও বলেছেন, কিছু ফুটবলার বিশেষ হয়। ক্রিশ্চিয়ানো তাদেরই একজন। বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া উচিত।

প্রকাশ্যে মেসির স্কুলের রেজাল্ট

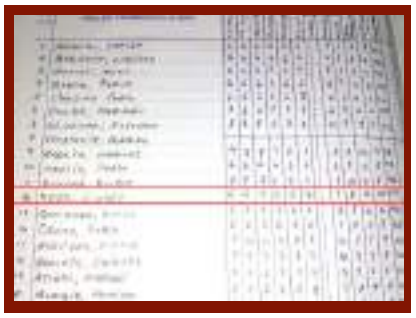

স্কুলে মেসির সেই রিপোর্ট কার্ড।

রোজারিও, ২৬ নভেম্বর: সমাজমাধ্যমে লিয়োনেল মেসির স্কুলজীবনের রিপোর্ট কার্ড ভাইরাল। কীভাবে সেটা প্রকাশ্যে এল, তা অজানা। কিন্তু রিপোর্ট কার্ড নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। কারণ, স্কুলজীবনে মেসির রেজাল্ট! কেমন ছাত্র ছিলেন এলএম টেন? ছোটবেলায় মেসি পড়তেন আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরের ৬৬ নম্বর জেনারেল লাস হেরাস স্কুলে। সেখানে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়ের রিপোর্ট কার্ড ফাঁস হয়েছে। রেজাল্ট বলছে, শৈশবে স্কুলে ফুটবল মাঠের মতো অপ্রতিরোধ্য ছিলেন না মেসি। লেখাপড়ায় ছিলেন মধ্যমানের। শৈশবে পড়াশোনায় দুর্দান্ত না হলেও স্কুলে খুব খারাপ ছাত্রও ছিলেন না ফুটবলের জাদুকর। প্রকাশ্যে আসা রিপোর্ট কার্ড বলছে, শারীরশিক্ষায় পেয়েছিলেন দশে দশ অর্থাৎ 'পারফেক্ট টেন'। শিল্প ও সঙ্গীতে ১০-এর মধ্যে ৮, অঙ্ক, ভাষাশিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, বিদেশি ভাষা এবং প্রযুক্তিতে তিনি পেয়েছিলেন ৬ নম্বর করে। মরাল এডুকেশনে পান ৭ নম্বর। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' জানিয়েছে, স্কুলের রিপোর্ট কার্ডে মেসির পারফরম্যান্সের গড়পড়তা ছবিটা উঠে এলেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উল্লেখ করেছিলেন, খেলাধুলায় সে বিশেষ প্রতিভাবান ছিল।



অবিশ্বাস্য কাজ। ২৮ ছক্কা! ভাবলাম কী হচ্ছে কে জানে! একজন বলল ১২ ওভারে ডাবল সেঞ্চুরি করেছে বৈভব। ঘোর কাটছে না ক্রিস গেইলের

গুরনুরের টেস্ট অভিষেক হতে পারে আজ

ক্রাইস্টচার্চ, ২৬ নভেম্বর : ১৮ হাজার আসনের হ্যাগলে ওভালে পরপর ছটা উইকেট আছে। শুক্রবার তার মধ্যে থেকে একটাকে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বেছে নেওয়া হবে। ধরা যাক এমন একটাকে বেছে নেওয়া হল যার চাল চরিত্র কেউ জানে না। তাহলে? বলা হচ্ছে তাতেও উইকেট খুব একটা সমস্যা করবে না।

ওয়েলিংটনে কী হয়েছে সবাই দেখেছেন। একগুচ্ছ রান উঠেছে। কিন্তু রেজাল্ট হয়নি। কিউইরা যেভাবে টেস্ট ড্র করেছে সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু জয়ের সমান একটা ড্রয়ের পরও অধিনায়ক লাথাম খুব সংযত ছিলেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ নিয়ে এবার ক্রাইস্টচার্চে নামবেন। আক্ষেপ বেসিন রিজার্ভে দুই ইনিংসের একটাতেও রান করতে পারেননি।

ভারতের জন্য এই সিরিজ একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়া। ওটা এখন ক্রমশ মরীচিকা দেখাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা একটা জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছে। বাকিটা অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে কেউ। শুভমনরা ওয়েলিংটনে সোনার সুযোগ নষ্ট করেছেন। কিন্তু ১৭ বছর পর নিউজিল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের সুযোগ এখনও আছে। এটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ। শুধু শর্ত হল ভুলভাল দল নির্বাচন করা যাবে না।

শুভমন ওয়েলিংটন টেস্টের পর বলেছিলেন, বলে লালা লাগানো ফেরানো উচিত সিসিসির। কিন্তু নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক লাথাম বৃহস্পতিবার পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অজুহাত না দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, অনেক সময় উইকেট ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ করে। তখন বলকেই যত্নে রাখতে হবে। তিনি মনে করেন ক্রাইস্টচার্চে বল কিছুটা ভাল কন্ডিশনে থাকবে। যেহেতু এখানকার উইকেট আরও সবুজ। আর এখানে খুব বেশি খেলাও হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি যাই থাকুক তোমাকে রাস্তা বের করে নিতে হবে।

নিউজিল্যান্ডের ব্লেয়ার টিকনার চোট নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছেন। এসেছেন ম্যাট ফিশার। কিন্তু আগের টেস্টে তাদের বোলিং যেভাবে মার খেয়েছে তাতে কিউইদের চিন্তা থাকছে। একদিনের সিরিজে দারুণ ফর্মে থাকা হেনরি কিছু করতে পারেননি। ডারেল ডাফি বল হাতে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। স্যান্টনারের চোট তাদের ভুগিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটাররা যেভাবে করেছেন সেটা শুধু প্রশংসনীয় নয়, অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্যও যথেষ্ট।

ভারতের জন্য সবথেকে বড় মাথাব্যথা হলে দল নির্বাচন। সিরাজ আর জাদেজাকে প্রথম টেস্টে খেলানো হয়নি। যা নিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে গুরনুর ব্রার চলে এলে দল নিয়ে আরও জট পেকে যাবে। কিন্তু বুমরা তো বটেই, অংশুল কম্বোজ, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণ যথেষ্ট ভাল বল করেছেন। ফলে একজনকে বসিয়ে আরেকজনকে নিয়ে আসাও কঠিন। কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ প্রাক্তনদের একটা কথা ঠিক। টেস্ট জিততে অন্তত একজন জেনুইন স্পিনার লাগে। সেটা ওয়াশিংটন সুন্দর নন। কুলদীপকে মুস্তাক আলি খেলতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। শুধু পড়ে আছেন জাদেজা। তাঁর জন্য শিকে ছিঁড়তে পারে।

তবে গুরনুরকে প্র্যাকটিসে যেভাবে দেখেশুনে রাখলেন কোচের তাতে তাঁর এখানে টেস্ট অভিষেক মোটামুটি পাকা। মর্নি মর্কেল বলেছেন সিরাজকে বুঝতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে। তাঁর এই বক্তব্য খণ্ডন করা যায়। এই সিরাজ এ গ্ল্যান্ডে ৩২টি উইকেট নিয়েছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর এত ভুল ধরা পড়ল কীভাবে! আসলে টিম ম্যানেজমেন্ট ক্রাইস্টচার্চের উইকেট থেকে গতি আর বাউন্স আদাই করে নিতে চাইছে। তাই ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চির গুরনুরের উপর ভরসা করা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অল্পের জন্য টেস্ট অভিষেক হয়নি তাঁর। এখানে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ক্রাইস্টচার্চে আসার পর বৃহস্পতিবারই শুধু প্র্যাকটিস করেছে ভারতীয় দল। যুক্তি এটাই যে সবাই এত বেশি ক্রিকেট খেলে ফেলেছেন এই সফরে যে কিছুটা ওয়ার্কলোড কমাতে হবে। বিশেষ করে জোরে বোলারদের বিশ্রাম দিতেই হবে। কিন্তু এই প্র্যাকটিসের মাঝে বৃষ্টি চলে আসায় শুভমনদের ইনডোরে চলে যেতে হয়েছিল। এদিকে, লাথাম তাদের জন্য একটা স্বস্তির বার্তা দিয়েছেন। এই উইকেট নাকি ওয়েলিংটনের মতো ঘুমিয়ে থাকবে না। আসলে চাপ কিউইদের উপরেও রয়েছে। বোলাররা সফরকারীদের হাতে ৭২০ রান খাচ্ছেন এটা খুব একটা সুখকর দৃশ্য নয়। উইকেটে জীবন এবার ফেরাতেই হবে। স্থানীয় কিউরেটর বলেছেন, এখানে বোলারদের জন্য যথেষ্ট কিছু থাকবে।



গতি আর বাউন্স নিয়ে গুরনুরই এখন গম্ভীরদের ভরসা। ক্রাইস্টচার্চে শুক্রবার টেস্ট অভিষেক হতে পারে তাঁর।

সিরাজকে উন্নতির বার্তা মর্কেলের

ক্রাইস্টচার্চ, ২৬ নভেম্বর : প্রাক্তনদের সমবেত মতামত ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছয়নি। বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে মহম্মদ সিরাজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং অভিষেক হতে পারে গুরনুর ব্রারের।

ব্যাটিং বিভাগ হয়তো অপরিবর্তিত থাকবে। প্রশ্ন বোলিং নিয়ে। জসপ্রীত বুমরাকে ছেড়ে বাকি তিন পেসার আকাশ দীপ, অংশুল কম্বোজ ও প্রসিধ কৃষ্ণ। গুরনুর এলে এদের কাউকে বসতে হবে। প্রশ্ন উঠছে কেন দল ৪৮টি টেস্ট খেলা সিরাজের বদলে ৭টি টেস্ট খেলা প্রসিধ, ৬টি টেস্ট খেলা আকাশ দীপ ও ২টি টেস্ট খেলা কম্বোজকে জরুরি মনে করছে?

মর্কেল শুধু বললেন, সিরাজের সঙ্গে কথা হয়েছে। ও ভাল বল করছে। কখনও কখনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ওকে বলেছি কোথায় উন্নতির জায়গা রয়েছে সেটা দেখ। নির্বাচন আমাদের হাতে নেই। খেলাটা আছে। অর্থাৎ সিরাজকে মাঠে না নেমে ড্রয়িংবোর্ডে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তিনি বোলিং কোচ। বোলারদের কে কেমন ছন্দে আছে সেটা তো মর্কেলই হেড কোচকে জানাবেন। তিনি কি দায় এড়াতে পারেন? এসবের উত্তর কে দেবে?

সিরাজ নিয়ে কোনও সদুত্তর নেই মর্কেলের কাছে। বরং যা ইঙ্গিত দিলেন তাতে গুরনুর ব্রারের এখানে টেস্ট অভিষেক হয়ে যাওয়া নিশ্চিত। মর্কেল বলেছেন, ও দলে আসার পর থেকে অনেক উন্নতি করেছে। ওর বলে গতি ও বাউন্স আছে। এই পরিবেশে গুরনুর ভাল বল করবে। দরজায় টোকা মারছে ও। কিন্তু শুক্রবার খেলবে কিনা বলতে পারব না। শুধু এটা জানি যে সুযোগ পেলে গুরনুর ভাল বল করবে। বোলিং কোচ এর বেশি আর কী বলতে পারেন!



ছদ্মনামে স্থানীয় ম্যাচে পন্থের ঝড়



ক্রাইস্টচার্চ, ২৬ নভেম্বর : মাঠে ঋষভ পন্থের থাকা মানেই দর্শকদের ভরপুর বিনোদন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে। তার ঠিক আগেই সেখানে হঠাৎই স্থানীয় ম্যাচ খেলতে নেমে পড়লেন পন্থ। তা-ও আবার ছদ্মনামে! মাত্র ২১ বলে ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসও খেললেন। তাঁর এমন কাণ্ডকারখানায় অবাক সকলে। হ্যাগলি ওভালের পাশেই একটি মাঠে ম্যাচ চলছিল। স্কোরবোর্ডে ভারতীয় তারকার নাম লেখা ছিল 'স্ট্যান স্ট্যান'। পন্থের খেলতে নামার কাহিনিও বেশ মজার। যে দলের একজন ক্রিকেটার কম ছিল সেই দলের অধিনায়ক মহম্মদ সফি চিনতে পারেন পন্থকে। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, পন্থ একটি ইলেকট্রিক বাইকে চড়ে ঘুরছে। আমি ওকে থামাই। ওর সঙ্গে কথা বলি, ছবিও তুলি। তারপর ওকে বলি, আমাদের হয়ে খেলবে? পন্থ রাজি হয়ে যায়। ও প্যাড পরে নেমে পড়ে। বেশ কয়েকটি ছক্কা মারে। এই ঘটনা শুনে অবাক মর্নি মর্কেল। তিনি বলেন, আমি তো শুনে চেয়ার থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। সত্যি পন্থই এটা করতে পারে! নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম লাথাম বলেন, পন্থ সত্যিই একটা চরিত্র!